মাতৃ-আরাধনা

শ্রী গণেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত

পঁচিশ খানা ছাড়া বাকী সব পুস্তক শ্রীশ্রী দিদি গুরুপ্রিয়ার নিকট প্রদান করা হইল আশ্রমের জন্য। বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দিদির ইচ্ছা অনুযায়ী আশ্রমের কার্যে ব্যয়িত হইবে।

—গ্রন্থাকার

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

—ঃ মাতৃ-আরাধনা ঃ—

(বাংলা ভাষায় ও দেব ভাষায়)

নমি গুরু, নমি মায়, নমি সর্ব্ব দেবতায়;
আত্মিক প্রভাব মোর লোপ যেন নাহি পায়।

বাসনা পূজিব তোমা অন্তর ভরিয়া,
কৃপা করি তাই মোরে রাখ জাগাইয়া।

সেবক
গণপতি বাবাজী

—ঃ নিবেদন ঃ—

অক্ষম সন্তানের মায়ের চরণে পূজা--নিবেদনের অতি অক্ষম প্রয়াস এই পুস্তকখানি। শ্রীশ্রীমা আপন করুণায় অশক্ত সন্তানের এই অতি দীন পূজাঞ্জলি যদি গ্রহণ করেন তবেই তাঁর দীন সন্তানের জীবন-প্রয়াস সার্থক হইবে।

আমি ৯৩ বৎসরের ক্ষীণদৃষ্টি, অতি দুর্বল বৃদ্ধ। এই পুস্তকখানি প্রকাশে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। ঠিক মত প্রকাশে আমার পুত্রবধূ শ্রীমতী উমা সেনগুপ্তার নানাভাবে সাহায্য-দানও সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

আমার অন্তরের ভাবাবেগ ভক্ত পাঠকের অন্তর স্পর্শ করিলে কৃতার্থ হইব।

চন্দননগর,
কলিকাতা

বিনীত
শ্রী গণেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত

—ঃ অবতরণিকা ঃ—

জয় গুরু, জয় মাতা, জয় ভগবান্,
গুরু, মাতা, ভগবান্, একে অধিষ্ঠান।

❁ ❁ ❁

বিশুদ্ধ চৈতন্য গুরু মোর,
বিশুদ্ধ আধারে,
শুভ্র নিরমল;
অনন্তের শুভ্র কোলে খেলে
আনন্দের স্তরে,
নিত্য, অচঞ্চল।

❁ ❁ ❁

সর্বরূপা, সর্বেশ্বরী, ভগবতী মা আমার,
মহানন্দে ঢালে সদা কৃপাবারি অনিবার।

❁ ❁ ❁

ভগবান, মহাপ্রাণ, করে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়
তাঁহারি বিধানে জাগতিক খেলা 'মায়াময়।

❁ ❁ ❁

আমরা অমৃত, কিন্তু মৃত্যুময় এ জীবন,
জগতের যত খেলা মায়াতে হয় সৃজন।

❁ ❁ ❁

কলিযুগে মোহাবৃত জগতের পুণ্যাকাশ,
মহাশক্তি মাতা করে অবতরি মোহনাশ।
মায়ের একান্ত ভক্ত স্বামীজী অখণ্ডানন্দ,
মাতৃময় ছিল সদা, অটুট ছিল আনন্দ।
তাঁহার দুহিতা— 'দিদি'— ভক্তিপ্রাণা গুরুপ্রিয়া,
মাতৃময় প্রাণে পুণ্যদীপ্তা আছে প্রকাশিয়া।
মাতৃ-আজ্ঞা লভি মত্ত সে গো ধর্ম-সংস্থাপনে,
সন্ন্যাসী পরমানন্দ, সহকর্মী, চলে সনে,
আত্মভোলা মাতৃ ধ্যানে।

* * *

এমন মায়ের দেখা পাওয়া
মিলে গেছে ভাগ্য ফলে,
আনন্দে হয় উছল হিয়া
যতই নমি পদতলে।

* * *

মা-মা বলে সোজা চলে যাও ডেকে প্রাণ খুলে
নাম বর্ম্মে ঢেকে প্রাণ, বিজয় পতাকা তুলে।
দিশাহারা হ'য়ে কভু হ'বে নারে পথহারা,
মিলে যাবে সব কিছু, মহানন্দে রবে ভরা।
মায়ের আদেশ এক— 'ডাক সদা ভগবানে',
তাঁর রাজ্যে, তাঁরি খেলা চলিয়াছে সর্বক্ষণে।
দেবদেবী, যত আরো, সকলি তো ভগবান,
এক ব্রহ্ম বহুরূপে চালাইছে অভিযান।

—০—

—ঃ মাতৃ-আরাধনা ঃ—

(১)

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিয়ামক তুমি মা আমার
বিশ্বরূপা মহাদেবী — লীলাছলে সেজেছ সাকার।
মানবের বুদ্ধিবৃত্তি সেও তো, মা, তব মহাদান,
পরব্রহ্ম তুমি মাগো, নিত্য তব নব অভিযান।
বরণীয়া জ্যোতি তব উছলিছে মহাবিশ্ব কোলে,
মগ্ন যেন রহি সদা তোমার সে জ্যোতি-ধ্যান-মূলে।

❁ ❁ ❁

(২)

অসীম অনন্ত তুমি, আনন্দরূপিণী,
খেলিতেছ মহাখেলা; অধম আমরা
জীবজ্ঞানে ভাবি শুধু দেহী সাজে তুমি
আসিয়াছ বিলাইতে জাগতিক সুধা।
সুন্দর উজল মূর্ত্তি দীপ্ত গরিমায়,
সরলা বালিকা সম হাসি সুনির্মল,
কেড়ে লয় সকলের প্রাণ; দুঃসাধ্য মা
বুঝিব আমরা মহামায়া-মায়া খেলা।
জননী সেজেছ যদি হও কৃপাময়ী,
দূর কর সন্তানের সকল সন্তাপ।
নির্মল মঙ্গল করে পরশিয়া তুমি,
কর, মাগো, পূতশুদ্ধ, স্নিগ্ধ পুণ্যপ্রাণ।

দূরে যদি থাক মাগো, নাহি দাও দেখা,
কেমনে বেদনা সহি? মাগো, নাহি জ্ঞান
বুঝিবারে আছ তুমি সাথে; কর সদা
শক্তি সঞ্চারণ নির্জীব সন্তান দলে।
কেন মা সাজায়ে জীব দাও এত জ্বালা,
কেন এই মায়া খেলা, মোহময় লীলা?
বিশুদ্ধ চৈতন্যময়ী শান্তির আধার,—
গুণাত্মিকা লীলা এই সাজে কি তোমার?
অজ্ঞান সন্তান যবে মোহ মুগ্ধ প্রাণে
আগুনে ঝাঁপায়ে পড়ে পতঙ্গের মত,
নির্বিকার কেমনে মা দেখ সেই খেলা
মহানন্দে, নাহি তারে তুলে লয়ে কোলে?
স্বপন তোমার কাছে, জীবে সত্যজ্ঞান,
দহনের মহাজ্বালা, তীব্র হাহাকার
ভরিছে মা দশদিশি; ঢাল গো এবার
শান্তির বিমল ধারা, শান্ত হোক সব।

❁ ❁ ❁

(৩)

মূলাধার স্থিতা মা গো গুণাতীতা তুমি,
অবিদ্যা রহিতা তুমি দেবী ব্রহ্মময়ী,
অবিচ্ছিন্ন মহানন্দ ভোগ্য বস্তু তব—
রূপহীন মহানন্দ লাগিলনা ভাল।

তাতে বুঝি হ'ল মা ঈক্ষণ, বহুরূপে
করিতে গো উপভোগ মহানন্দরসে,—
মায়াতীতা হ'য়ে শুরু হল মায়ালীলা।
জগৎ তোমার চোখে আনন্দ বুদ্বুদ,
জীবে হের নারায়ণ এক ব্রহ্মময়।
দেহাত্মিকা বুদ্ধিলয়ে তোমার সন্তান
খেলি সবে মোহখেলা, নাহি শুদ্ধ জ্ঞান;—
ব্রহ্মহীন দেখি মোরা জীব ও জগৎ,
জাগতিক সুখ-দুখে আপ্লুত জীবন।
লক্ষ্যহারা মোহমুগ্ধ সন্তানের ব্যথা
হেরিয়া কাঁদিলবুঝি জননী হৃদয়?
তাই তো ডাকিয়া বুঝি কহ নিরন্তর
নামাগ্নিনে দগ্ধ করিবারে মোহজাল!
জ্বালায়ে জ্ঞানের আলো আঁধারের পারে
চালাও সন্তানে তব এক লক্ষ্যে সব।
হৃদয় মথিয়া, মাগো, গগন ভেদিয়া,
কোটি কোটি কণ্ঠে কি গো উঠিবে বাজিয়া
মধুময় ব্রহ্মনাম নানারূপ ধরি?
বহিবে আনন্দ উৎস ভুবন প্লাবিয়া?
নামের মধুর রসে লীলা কাণ্ড তব
হ'য়ে যাবে ভাবময় আনন্দ প্রকাশ?
আশীষ গো পারি যেন জ্বালাতে আগুণ,
হৃদয়--ইন্ধন খুলি মাতৃ নাম গানে।

(৪)

মহাশক্তি মা মোদের, আমরা দুর্বল—
এ নহে সম্ভব কভু; প্রত্যেকে আমরা
মহাশক্তি পরমাণু; মায়ালীলা ফলে
ঢাকিয়া গিয়াছি মোরা মোহ--আবরণে।
দেহ-রূপ সজ্জা আর দেহাত্মিকা মতি
দিয়াছ মা মায়ামন্ত্র করি মজ্জাগত—
জন্ম জন্মান্তর দশা ভুগি কর্মফল
জপিয়া সে মায়ামন্ত্র. কলের পুতুল।
বহু খেলা খেলিয়াছি, কৃপা কর এবে,
শক্তি দাও ভুলে যাই মায়ামন্ত্র তব;
উঠুক ফুটিয়া, মা গো, শুদ্ধ আত্মজ্ঞান
ছাড়ি জীবলীলা মহা করিব প্রয়াণ।
আদ্যাশক্তি তুমি আছ সকলের মূলে,
মায়াবিনী সাজ ছেড়ে সাজ কাত্যায়ণী।
মঙ্গল পরশে কর জ্ঞানের উন্মেষ—
হ'য়ে যাক্ লীলা খেলা জীবত্বের শেষ।

* * *

(৫)

দাও মা ফেলে মায়ার তুলা
বাজুক কানে মহাসুর;
তাল মিলায়ে ঐ সুরে মা

জীবন বাঁশী হোক্ মধুর।

মোহের তন্দ্রা টুটবে ধীরে

অজ্ঞান ঘোর হবে দূর;

জ্ঞানের শুভ্র আলোক রেখা

ফুটবে গো, মা সুমধুর।

তোমার সুরে যখন গো, মা,

মিলবে দীন প্রাণের সুর;

মহানন্দ স্পন্দনে তো

রইবে হৃদি ভরপুর।

ভুলব তবে আমার আমি

অহং ভাব হবে দূর,

জীবত্বটার সকল গর্ব

এক নিমেষে হবে চূর।

হ'য়ে যাব একতারা মা

তোমার হাতের অভঙ্গুর,

তোমার গানে, স্পর্শে তব

পথ রবে না মা বন্ধুর।

❁ ❁ ❁

(৬)

কতকাল আর কাটিবে আমার সংসার নেশার ঝোকে,
কবে মিলিবে মা মুক্ত অবকাশ মনের নিস্তব্ধ লোকে?
কবে গো ঝরিবে জীব-অহঙ্কার, অজ্ঞান পাইবে লয়;
নীরবে করিয়া আত্ম--সমর্পণ হ'য়ে যাব মাতৃময়।

কবে দেখিব মা আনন্দে ভরিয়া তুমি আমি দুটি নয়,
একই চেতনা, একই শকতি খেলিছে জগৎময় ।
আজি যা স্বপন কল্পনার খেলা, সত্য কি হ'বে না আর ?
আবরণে যদি দিয়াছ, ঢাকিয়া, মুক্ত কর, মা আমার ।

❁ ❁ ❁

(৭

শিশিরের ক্ষুদ্র কণা, তারি মাঝে খেলিছে তপন
ক্ষুদ্র জলকণা ধরে কি মূরতি উজল শোভন ।
ক্ষুদ্র জলাশয়, লয়ে নিজবুকে অনন্ত আকাশ,
খেলি অসীমের খেলা-কি সুন্দর লভিছে প্রকাশ !
ক্ষুদ্র দীপ আপনারে বিরাট্ আঁধার কোলে রাখি,
বক্ষে ধরি অগ্নি কণা পুলকিত করে সদা আঁখি ।
আমরাও ক্ষুদ্র জীব, সঙ্কীর্ণ এ নীরস হৃদয়,
মাতৃস্পর্শ হৃদে ধরি হইব বিরাট, মধুময় ।

❁ ❁ ❁

(৮)

অনেক দিয়েছ বটে, কিন্তু, দাও নাই তুমি
যে ধন সাধিবে, মাগো, আমার নিধন ;
একে একে যদি পূরে জীব জীবনের আশা,
মর্ত্ত্যের তিয়াষ কভু হ'বে না বারণ ।
জাগাও সে সুর প্রাণে — বহিয়া যে সুরস্রোতে
শূন্য হ'য়ে হ'বে হৃদি তোমার আসন ;

নিরখিব সুখে সদা তোমার ইঙ্গিত খানি
স্পন্দিত হ'তেছে ধীরে ভরিয়া ভুবন।
তোমারি পূজার তরে সাজাও পূজারী মোরে,
দীন অর্ঘ্য এ দীনের লও হাতে তুলি,
আমার জীবন খানি তোমার চরণ পরে
থাক্ পড়ে নিত্য, মাগো, নীরব অঞ্জলি।

* * *

(৯)

কততালে কতসুরে বাজাও তোমার বাঁশী,
ঝরিতেছে অবিরাম মধুর আনন্দ রাশি।
বিফল প্রয়াসে মোর কাটিয়া গেল গো কাল,
প্রাণে বাজিল না সব—হারাবার মহাতাল।
মায়ের ইঙ্গিতে আমি সাজিয়া লীলা পুতুল,
ভাসিতেছি লীলাস্রোতে জানি না কোথায় কূল।
মায়ের সন্তান নিত্য, মায়ের অধীন সদা,
তারি ইচ্ছা পূর্ণ করি মাখিতেছি এত কাদা।
জানি না কোথায় আরো কি ভাবে খেলিব খেলা
শুধু জানি একদিন দিবে মা চরণ ভেলা।
প্রাণে বড় জাগে সাধ একসুরে বাঁধি প্রাণ
আমার আমিত্ব ধন দেবী মায়ে করি দান।

* * *

জগতে আমরা বেশ করি অভিনয়।
লীলাতালে ক্রীড়াশীল পুতুল অজ্ঞান,
ভুলি আত্মরূপ সদা করি অভিমান।
গরবে মাতিয়া উঠি কত করি ছুটাছুটি
বিগলিত নেত্রে শেষে পাই মা বিলয়।

জনম মরণ আছে রোগ শোক ভয়—
কত মা উত্তাল এই সংসারের রোল,
উন্মাদ উল্লাস আর 'আমি' 'আমি' বোল।
কত সুরে কত বাঁশী ধ্বনিতেছে দিবানিশি,
সর্বোপরি খেলে খেলা নিয়তি দুর্জয়।

যুগে যুগে যুগগুরু হ'তেছে উদয়—
অবিরাম ঢালিতেছে মঙ্গল আশীষ,
তবু মা মলিন স্রোত বহে অহর্নিশ।
ঈর্ষা দ্বেষ দ্বন্দ কত ঘটিতেছে অবিরত,
জগতের আবিলতা হয় না তো ক্ষয়।
ভগবতী মহামায়া তুমি অসংশয়—
সন্তান সাজায়ে যদি করিবে গো লীলা,
বাজাও নূতন সুর, খেল নব খেলা।
হিংসা দ্বেষ সব ভুলি প্রাণে প্রাণে যাক্ মিলি
এ জগৎ হোক্ নিত্য আনন্দ নিলয়।

❋ ❋ ❋

(১১)

শিখলে শুধু বাইতে তরী
হয় না কভু আগে যাওয়া ;
ঢেউয়ে স্রোতে ঝাঁপায় তারে
প্রতিকূলে বইলে হাওয়া।
নিপুণ মাঝি তাও অনেক
তরী লয়ে তলায় জলে,
আগে যাওয়া দূরের কথা
কাঁপায় হিয়া টলমলে।
মায়ের খেয়াল যার উপরে
যেমন করে খেলে যায়,
তারই গতি তেমন করে
জগত বুকে প্রকাশ পায়।

❀ ❀ ❀

(১২)

সর্বময়ী সর্বাত্মিকা তুমি মা আমার,
তোমারে পূজিতে আমি আসি বারবার।
এইবার পূজা মোর করে দাও শেষ,
তোমাতে মিলায়ে নাও, রেখ না গো লেশ।
যতদিন আমি, মাগো, রহিব জগতে,
তোমাতে রাখিও লগ্ন, পূজিব নিভৃতে।
তুমি তো মা মহাধার সকলের সার,

তোমারে পূজিতে সদা আনন্দ অপার।
মথিয়া সকল প্রাণ তব জয় ধ্বনি,
ভরে দিক মহোল্লাসে সকল ধরণী।
আমারে রাখ মা তুমি চরণে বাঁধিয়া,
তোমার পূজায় মন রহিবে মজিয়া।

❁ ❁ ❁

(১৩)

মুক্ত কর আত্মা, দাও ভক্তি দান,
মগ্ন রাখ নামে, পূর্ণ হোক্ প্রাণ।
শূন্য কর মোরে, প্রেম দাও দান,
নবীন ঝলকে ভরে যাক্ প্রাণ।

❁ ❁ ❁

(১৪)

আমি তো মা তোমারি দান বিশুদ্ধ পরাণ,
দেহলয়ে তোমারি গড়া করি অভিযান।
ভক্তি স্রোতে এবার তুমি কর ভাসমান,
তোমা লয়ে খেল্‌ব আমি ভরিয়া পরাণ।
হোক্ মা এ মনঃপ্রধান ভৌতিক দেহ খান,
অহর্নিশি মাতৃ পূজায় উঠুক্ বেজে গান।
কলরোলে সংসারের রুদ্ধ, মা গো, কান
আবিল তরঙ্গ হ'তে তোল, করত্রাণ।

ভজ গুরু, ভজরে মা, ভজ ভগবান,
সদা তব দরশন চাহে, মাগো, প্রাণ।
ভজ গুরু, ভজরে মা, ভজ ভগবান,
হৃদয় হইয়া যাক্ দেব অধিষ্ঠান।
ভজ গুরু, ভজরে মা, ভজ ভগবান,
এইবার হোক্ শেষ মায়া অভিযান।
ভজ গুরু, ভজরে মা, ভজ ভগবান্,
ব্রহ্ম ধ্যানে মগ্ন পরম রসে ভাসমান।
ভজ গুরু, ভজরে মা, ভজ ভগবান্,
ডাকিলে মিলিবে সাড়া পালাবে অজ্ঞান।
ভজ গুরু, ভজরে মা, ভজ ভগবান্,
ডাক কভু বৃথা নহে, মিলে পরিত্রাণ।
ভজ গুরু, ভজরে মা, ভজ ভগবান্,
মহাপ্রাণে মিলে সহজ হ'বে জ্যোতিষ্মান্।

❁ ❁ ❁

দুইটি বিভব নরে দিছে বিশ্বপতি,
ভকতি বিশ্বাস দুই আত্মিক শকতি।
জাগতিক মায়াতালে উঠিয়া পড়িয়া,
শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে যবে পড়ে হাঁপাইয়া
ভকতি বিশ্বাস ধীরে বিস্তারি প্রভাব

জাগাইয়া তোলে মানবীয় শুদ্ধভাব।
যাহার হৃদয়ে শক্তি কিছু বিদ্যমান—
প্রাণে তার ভেসে ওঠে বিভু গুণ গান।
ভক্তি ও বিশ্বাসে পূর্ণ করিয়া নির্ভর
প্রাণ খুলে ডাকে তাঁয় সে যে নিরন্তর।
হরি, শিব, কালী, দুর্গা, কৃষ্ণ, বলরাম,
যে নামেতে মজে মন গাহে সেই নাম।
সব নাম তাঁর নাম বাছাবাছি নাই,
ভকতি বিশ্বাস দুই সঞ্জীবনী চাই।
ছেড়ে এস জাগতিক মোহের কবল,
নাম সুধা কর পাব সেই তো সম্বল।
কৃপাধার প্রভু সে যে সদা কৃপাময়,
নানা ভাবে ভক্তগণ করে পুণ্যময়।
জাগাতে বিশ্বাস ভক্তি ভ্রমে সাধুগণ,—
নানা সাজে নিজে প্রভু করে দরশন।

* * *

(১৭)

নমি গুরু, নমি মায়, নমি সর্ব দেবতায়
আত্মিক প্রভাব মোর লোপ যেন নাহি পায়।
নমি গুরু, নমি মায়, নমি দেবতায়,
পুণ্যের ঝলকে যেন প্রাণ মোর ভরে যায়।

নমি গুরু, নমি মায়, নমি সর্ব দেবতায়,
মায়া মোহ কিছু যেন নাহি হয় অন্তরায়।
নমি গুরু, নমি মায়, নমি সর্ব দেবতায়,
দিব্য জ্ঞানে প্রাণ যেন মহানন্দে ভরে যায়।
নমি গুরু, নমি মায়, নমি সর্ব দেবতায়,
রিপু তাপ, গুণতাপ, সব যেন সরে যায়।
নমি গুরু, নমি মায়, নমি সর্ব দেবতায়,
প্রাণ খোলা ডাকে যেন দরশন মিলে যায়।
নমি গুরু, নমি মায়, নমি সর্ব দেবতায়,
দেহ ঝেড়ে এ জগতে না আসি মা পুনরায়।

❁ ❁ ❁

(১৮)

'মৃত্যু' নামে অভিহিত
যেবা আছে মহাসংঘটন—
দেহ ছেড়ে জীবাত্মার
সূক্ষ্ম সাজে সে বহির্গমন।
চৈতন্যের অংশ আত্মা
নহে কভু ধ্বংশের অধীন,
স্থূল জগতের খেলা—
অন্তে পুনঃ সে সাজে নবীন।
সূক্ষ্মদেহে সূক্ষ্মবাসে
অতি দ্রুত করিয়া প্রবেশ,

ভোগ করে কর্ম্মফল
যতদিন নাহি হয় শেষ।
বিধির বিধানে তবে
তার সঙ্কল্পের পূর্ণ জোরে,
জন্ম লয়ে খেলে পুনঃ
এই স্থূল জগৎ আসরে।

❋ ❋ ❋

(১৯)

প্রথম বয়সে, মা গো, জীবন প্রভাতে
পশিলেন 'রামকৃষ্ণ' শূন্য হৃদয়েতে।
তাঁহার পরশে, মা গো, পুণ্যের স্পন্দন
জাগাইল প্রাণমাঝে পূত আন্দোলন॥
সে হ'তে মা আমি তাঁরে পূজি অনিবার,
আমার হৃদয়ে তাঁর পূর্ণ অধিকার।
এই রূপে কেটে গেল দিন পরে দিন,
তার পরে গুরু এক এলেন প্রবীণ।
এই দুই মহাপ্রাণ একত্রে মিলিয়া
দিল দরশন দান প্রাণ মাতাইয়া।
নিশাযোগে হেরিলাম পুলকে পূরিয়া
সম্মুখেতে সাধুদ্বয় রয়েছে বসিয়া।
মুহূর্ত্তেক থেকে তাঁরা চলে যেতে ত্বরা
হৃদয়ে পুলকে মোর হ'য়ে গেল ভরা।
এই ভাবে এর পর পাইনি দর্শন,

মিলে গেল শান্তিময় মাতৃ-পরশন ॥
ব্রহ্মময়ী মা আমার দেবী সর্ব্বময়ী,
পূত স্পর্শ, বাণী, আঁখিপাত সর্ব্বজয়ী।
পূজিবারে মাতৃমূর্ত্তি সকল পরাণ
উচ্ছ্বসিত প্রেমানন্দে করে নাম গান।
পূজিলে আমার এই মাতৃ দেবতায়
আমার দেবতা পূজা পূর্ণ হ'য়ে যায়।
আশীর্ব্বাদ কর, মাগো, তোমাতে ডুবিয়া
পারি যেন জন্মান্তর দিতে বিদূরিয়া ॥

❁ ❁ ❁

(২০)

ভগবান, ভগবান, মা যে মোর ভগবান,
দিবে মোরে কৃপা করি চিরশান্তি মহাদান।
ভগবান, ভগবান, মা যে মোর ভগবান,
জ্যোতির্ময়ী দিবে মোরে মহাজ্ঞান দীপ্ত-প্রাণ।
ভগবান, ভগবান, মা যে মোর ভগবান,
কৃপা করি দিবে মোরে শিব শান্ত মহাত্রাণ।
ভগবান, ভগবান, মা যে মোর ভগবান,
চিরমুক্তি সুনিশ্চিত করিবে গো মা বিধান।
ভগবান, ভগবান, মা যে মোর ভগবান,
আনন্দেতে সে বিধানে করিব মহা-প্রয়াণ।

❁ ❁ ❁

নিত্য সত্য একমাত্র ব্রহ্ম নির্বিকার,
মহাশূন্য তবু ও তো পূর্ণত্বে অপার।
ঈক্ষণে করিল সৃষ্টি, জীব-অগোচর,
বিরাজিত সর্বঘটে, শক্তির আকার।
ঈক্ষণে উদ্ভূত হ'ল ঈশ্বর মহান,
পুরুষ-প্রকৃতি, সম্মিলিত উত্থান।
পুরুষ প্রকৃতি শক্তি করি ক্রিয়মান,
আরম্ভিল জাগতিক মহা অভিযান।
ঈক্ষণের পুণ্য সৃষ্টি যত দেবগণ,
নিজ নিজ কর্মে তারা হ'ল নিমগন।
অসুর, দানব, দৈত্য, আর জীবগণ,
অন্য সৃষ্টি সনে মিলে হ'ল অগণন।
রাজ্য--সৃষ্টি হ'ল পরে, প্রকৃতি শকতি
অভিনয় তার আরম্ভিল দ্রুতগতি।
ঐশ্বরিক বিধি মতে হ'য়ে নিয়মিত,
জাগতিক কার্য্য যত হয় সম্পাদিত।
প্রকৃতি জগৎ হ'ল মায়ার জগৎ,
মানব ভুলিল সে যে কত না মহৎ।
আদিতে যে ধর্মজ্ঞান ছিল বিকশিত,
প্রকৃতির গতি তালে হ'ল বিদূরিত।
উত্তাল আনন্দদীপ্তা মহাদেবী সাজে,
তাহে তো জননী আজি ভারতে বিরাজে।

দেশে দেশে দিশে দিশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
কত ধর্ম-অভিযান দিছে জাগাইয়া।
তাঁহারি চরণে আমি বেঁধেছি পরাণ,
জানি আমি মা জননী দিবে শান্তিদান।
এমন দেবতা আর মিলিবে কোথায় ?
ভজ তাঁরে, ভজ তাঁরে দিন চলে যায়।
ডাক মা, ডাক মা, পূজা কর প্রাণ ভরে;
দিবে সাড়া কৃপাময়ী, পাপ যাবে ঝরে।

❋ ❋ ❋

(২২)

ডাক মায়, ডাক মায়, জাগাও তোমার দিব্য জ্ঞান,
চৈতন্য যদিও তুমি, মায়াখেলা তব অভিযান।
জাগতিক অভিনয়ে স্থূলদেহে প্রথম প্রবেশ,
মহা বিধানের ছন্দে পরিতেছ নব নব বেশ।
স্থূলের জগতে স্থূল, সূক্ষ্মের জগতে সূক্ষ্ম দেহে
খেলিতেছ বহুখেলা ভেসে ভেসে মায়ার প্রবাহে।
স্থূলদেহে জীব তুমি, সূক্ষ্ম দেহে খেল আত্মারূপে,
কোথা কি যে খেল তুমি ভুলে যাও মোহের প্রতাপে।
ভগবান দিয়েছেন ভুল জীবে রাখিতে শান্তিতে,
ভাবে জীব তারি বলে — চলিয়াছে জীবনের পথে।

মৃত্যুপথে সূক্ষ্মাবাসে জন্ম অন্তে করিয়া প্রবেশ,
ভোগকরে কর্মফল যতদিন নাহি হয় শেষ।
গুণত্রয় প্রধাবিত, সঙ্কল্পের পথখানি ধরে,
জন্মলয়ে খেলে পুনঃ এই স্থূল জগৎ আসরে।
জীবাত্মা এরূপে শুধু, করমের বাঁধনের ফলে,
জন্মে জন্মে নব নব সাজে খেলে জগতের কোলে।
মায়া জগতের রিপু-গুণ-তাপে দগ্ধ যারা হয়,
অশান্তির বয় বোঝা, হ'য়ে যায় মহা দুঃখ ময়।
ক্লেশের ভারেতে যবে বিষময় হয় এ জীবন,
দিশাহারা, অসহায় বিভুপদে ঢেলে দেয় মন।
আপনা ভুলিয়া প্রাণভরি যারা পূজে নারায়ণ,
কৃপাধার ভগবান করে দুখ জ্বালা নিবারণ।

❁ ❁ ❁

(২৩)

বিক্ষিপ্ত জগৎ আজ নানা কোলাহলে,
আমারো জীবন ধারা বিক্ষিপ্ত ভূতলে।
অজ্ঞান আঁধারে, মা গো, আছি তো ডুবিয়া,
শ্রান্ত-ক্লান্ত প্রাণে পথ মিলে না খুঁজিয়া।
এক পরে এক, মাগো, প্রবল আঘাত,
বাঁধাইছে শেষ ভাগে বিষম উৎপাত।
মা ছাড়া কে আঙুলিয়া ধরিবে সন্তান,
শক্তি দাও, গেয়ে যাই মাতৃনাম গান।

ডাকিতেছি কতনামে সর্বরূপা মায়,
কৃপা কর, প্রাণ যেন ভেঙ্গে নাহি যায়।
সকল ভুলায়ে মোরে কর তোমাময়,
তোমার আসন হোক্ আমার হৃদয়।
দেব দেবী সব তুমি, ভুল কিছু নাই,
মিলে যাক সাড়া, মাগো, তোমার দোহাই।
ভজ গুরু, ভজ মায়, ভজ ভগবান্ ,
শান্তিময় হোক এই জীব-অভিযান।

❁ ❁ ❁

(২৪)

'মা' 'মা' ডাকে মহাশক্তি,
যায় তমঃ, জাগে ভক্তি,
সমর্পণে জীবত্বের শেষ;
মায়া ক্ষেত্র এজগত,
চলি সদা ভুল পথে,
চরম দুর্গত ভুগি ক্লেশ।
প্রবেশি জগৎ কোলে,
আত্মতত্ব যাই ভুলে,
নেচে চলি মোহলীলা তালে,
মায়াবশে দেহটারে
আমিত্বে সাজায়ে ধীরে,
প্রভুত্বের মাতি গোলে মালে।

মৃত্যুপথে সূক্ষ্মাবাসে জন্ম অন্তে করিয়া প্রবেশ,
ভোগকরে কর্ম্মফল যতদিন নাহি হয় শেষ।
গুণত্রয় প্রধাবিত, সঙ্কল্পের পথখানি ধরে,
জন্মলয়ে খেলে পুনঃ এই স্থূল জগৎ আসরে।
জীবাত্মা এরূপে শুধু, করমের বাঁধনের ফলে,
জন্মে জন্মে নব নব সাজে খেলে জগতের কোলে।
মায়া জগতের রিপু-গুণ-তাপে দগ্ধ যারা হয়,
অশান্তির বয় বোঝা, হ'য়ে যায় মহা দুঃখ ময়।
ক্লেশের ভারেতে যবে বিষময় হয় এ জীবন,
দিশাহারা, অসহায় বিভুপদে ঢেলে দেয় মন।
আপনা ভুলিয়া প্রাণভরি যারা পূজে নারায়ণ,
কৃপাধার ভগবান করে দুখ জ্বালা নিবারণ।

❁ ❁ ❁

(২৩)

বিক্ষিপ্ত জগৎ আজ নানা কোলাহলে,
আমারো জীবন ধারা বিক্ষিপ্ত ভূতলে।
অজ্ঞান আঁধারে, মা গো, আছি তো ডুবিয়া,
শ্রান্ত-ক্লান্ত প্রাণে পথ মিলে না খুঁজিয়া।
এক পরে এক, মাগো, প্রবল আঘাত,
বাঁধাইছে শেষ ভাগে বিষম উৎপাত।
মা ছাড়া কে আগুলিয়া ধরিবে সন্তান,
শক্তি দাও, গেয়ে যাই মাতৃনাম গান।

ডাকিতেছি কতনামে সর্বরূপা মায়,
কৃপা কর, প্রাণ যেন ভেঙ্গে নাহি যায়।
সকল ভুলায়ে মোরে কর তোমাময়,
তোমার আসন হোক্ আমার হৃদয়।
দেব দেবী সব তুমি, ভুল কিছু নাই,
মিলে যাক সাড়া, মাগো, তোমার দোহাই।
ভজ গুরু, ভজ মায়, ভজ ভগবান্,
শান্তিময় হোক এই জীব-অভিযান।

❁ ❁ ❁

(২৪)

'মা' 'মা' ডাকে মহাশক্তি,
যায় তমঃ, জাগে ভক্তি,
সমর্পণে জীবত্বের শেষ ;
মায়া ক্ষেত্র এজগত,
চলি সদা ভুল পথে,
চরম দুর্গত ভুগি ক্লেশ।
প্রবেশি জগৎ কোলে,
আত্মতত্ব যাই ভুলে,
নেচে চলি মোহলীলা তালে,
মায়াবশে দেহটারে
আমিত্বে সাজায়ে ধীরে,
প্রভুত্বের মাতি গোলে মালে।

এ খেলা তো ভুল খেলা,
মায়া মুগ্ধ সারা বেলা,
　　চোখ বেঁধে ঘুরি ঘূর্ণিপাকে ;
বিশুদ্ধ চৈতন্য বিন্দু,
জ্ঞানময় মহাসিন্ধু,
সব ভুলে ছুটি মায়া ডাকে ।
তাই 'মা' 'মা' ডেকে ডেকে,
জীবত্বটা ফেল ঢেকে,
　　পর মনঃপ্রধান সে সাজ,
'মা' ডাক তুলনা হীন;
ব্রহ্মপদে করে লীন,
　　ভুলায় সকল ব্যর্থ কাজ ।
মাতৃনামে নির্ভর,
কাঁপিবনা থর থর,
　　ভয় লাজ নাহি রবে বাধা ;
শুদ্ধ জ্ঞান উ.ষিয়া
মৌন, শান্ত, শূন্য হিয়া,
　　কাজ শুধু মাতৃনাম সাধা ।
ভেঙ্গে বাসনার ডালি,
কামনার রাঙ্গা থালি,
　　মাতৃপদে ঢেলে দাও মন,
পূর্ণ হোক সমর্পণ,
করি আত্ম-নিবেদন,
　　লভ মুক্তি, লভ শ্রেষ্ঠ ধন ।

❀ ❀ ❀

❁ ❁ ❁

জন্মান্তর লীলা এই বড়ই জটিল,
তিন দেহ আত্মা লয়ে খেলা সাবলীল।
অনাদি লিঙ্গ সে গড়ে স্থূল সূক্ষ্ম দোঁহে,
ধারিত ও যথাবিধি ছু'য়ে তায় রহে।
ছেড়ে দেয় ছু'য়ে পুনঃ নিরূপিত কালে,
লিঙ্গদেহে নিত্যযুক্ত আত্মা রচে জালে।
যতকাল জন্মান্তর, রহে এ মিলন,
মোক্ষলাভ সনে ইহা লভে বিনাশন।
ইহলোকে স্থূলদেহে, সূক্ষ্মে পরলোকে,
কর্মফল হয় ভোগ দুখে বা পুলকে।
সুকর্মে সুফল ভোগ, কুকর্মে কুফল,
বিধির বিধান এ তো হয় না নিষ্ফল।
স্থূল দেহ মনঃশক্তি করে বিচলিত,
তাই তো মনের শক্তি হয় নিরোধিত।
স্থূল সঙ্গ মুক্তমন সূক্ষ্ম লোকে গিয়ে,
আত্মভাবে রহে মগ্ন সদা সূক্ষ্ম লয়ে।
সূক্ষ্ম মনঃ প্রধান সে সঙ্কল্প প্রধান,
এ সঙ্কল্প ক'রে দেয় সৃষ্টি সমাধান।
সূক্ষ্মলোক স্বপ্ন রাজ্য ঠিক বটে কথা,
সে স্বপ্ন অলীক নহে, আছে বাস্তবতা।

সূক্ষ্মেতে স্বাধীন মন নিদ্রা বিজড়িত,
প্রেত নিদ্রা সেও মৃত্যু ইহাও বিদিত।
সূক্ষ্মদেহে মৃত্যু হ'লে লিঙ্গদেহে যায়.
সেথা হ'তে মর্ত্তলোকে আসে পুনরায়।
এই জন্ম, এই মৃত্যু, পুনরাগমন,
জন্মান্তর ইতিহাস, মায়িক জীবন।
জীবন দূষিত হ'লে দুর্গতি অশেষ,
ডাক সদা ভগবানে, দূর হ'বে ক্লেশ।
নাম জপ মহৌষধি উদ্ধারের পথ,
নাম রসে ডুবে থাকা, উপেক্ষি জগৎ।

* * *

(২৬)

কোথা হ'তে এনে মাগো কোথা ছেড়ে দাও,
দেখ চেয়ে একবার কিযে গো ঘটাও।
প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী খেলে তার খেলা,
ষড়রিপু নরদেহে মিলাইছে মেলা।
নানা ছবি প্রকৃতির অতি বিমোহন,
সহজেই মুগ্ধ করে মানবের মন।
ছয় রিপু করে সৃষ্টি মহা উন্মাদনা,
জ্ঞানহারা প্রাণে জাগে উদ্দাম বাসনা
প্রকৃতির রজ:তম: ষড়রিপু আর,
মহাবেগে নরদেহে করে মা বিহার।

সত্ত্বময় চৈতন্যের বিশুদ্ধ প্রভাব,
উদ্দীপ্ত করে গো চিতে পূত প্রেমভাব।
মোহ মুগ্ধ নর, কিন্তু, দেখে কী স্বপন,
ভুলে যায় নিজ শক্তি, ভোলে নারায়ণ।
শেষ হোক খেলা এই পুণ্যের ঝলকে,
কীর্ত্তনে ভরুক দেশ নারায়ণে ডেকে।
মাগো, তুমি দাও জেলে দিব্যজ্ঞান বাতি,
ধৌত হোক্ পুণ্যলোকে তোমার সন্ততি।

❁ ❁ ❁

(২৭)

নারায়ণ, নারায়ণ, ওহে নারায়ণ,
গড়িয়াছ তুমিই তো প্রভু এ জীবন।
নারায়ণ, জীবন শরণ।
মেখে দাও এ নয়নে শুদ্ধ জ্ঞানাঞ্জন,
মুছে যাক্ মায়া মোহ ওহে নিরঞ্জন!
নারায়ণ, পতিত পাবন!
হ'য়ে যাক তোমাময় আকুল এ মন,
প্রেম বিগলিত ধারে ভাস্থক নয়ন।
নারায়ণ, হে হৃদিরঞ্জন।

❁ ❁ ❁

(২৮)

মায়া-আবরণে ঢাকা খেলে নর ভ্রান্তি কোলে.
এ-ভ্রান্তি মা কে স্থজিল, নাচে নর কোন্ বোলে?

আমি তো মা শ্রান্ত ক্লান্ত পারি না রাখিতে তাল,
এ ভ্রান্তির ছন্দে মা গো ঘুরাইবে কতকাল ?
ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়ী মাতা তুমি তো এসেছ নামি,
দাও মা পরশ তব, প্রণমিয়া এবে থামি।
জন্ম জন্মান্তর কত ঘুরিতেছি তানে লয়ে,
মহা-মুক্তি মাঝে মাগো থাক্ সব স্তব্ধ হ'য়ে।

* * *

(১৯)

ভজরে গুরু, ভজরে মা, ভজরে ভগবান্,
রয় না যেন মা ও আমার মাঝে ব্যবধান।
ভজরে গুরু, ভজরে মা, ভজরে ভগবান্,
আকুল হ'য়ে মার চরণে লুটাব পরাণ।
ভজরে গুরু, ভজরে মা, ভজরে ভগবান্,
প্রাণ ভরে হোক্ দিবানিশি মাতৃনাম গান।
ভজরে গুরু, ভজরে মা, ভজরে ভগবান্,
চৈতন্যে ভেসে মিলুক মায়ের সনে প্রাণ।
ভজরে গুরু, ভজরে মা, ভজরে ভগবান,
ভ্রান্তি মোহে ডুবে থাকার হোক রে অবসান।
ভজরে গুরু, ভজরে মা, ভজরে ভগবান্,
নামের বলে রিপুর দলে হবে হতমান।
মহানন্দে শেষ হয়ে যাক্ জীবন-অভিযান।
ভজরে গুরু, ভজরে মা, ভজরে ভগবান্।

(৩০)

তুমি সুন্দর বিশ্বকারণ হে,
চির-বাঞ্ছিত, হৃদি-বিহারী,
তব নির্মল মঙ্গল পরশে
মুছে দাও নয়নের বারি।
বেদনার শত আঘাত লইয়া
জীবন আমার দিয়েছ গড়িয়া,—
সকলি সহিব, নীরবে কাঁদিব।
তুমি গেলে, প্রভু, পাশরি।
এত যদি জ্বালা দিয়েছ সহিতে
শকতি কেন হে দাওনি ?
আকুল অন্তরে ডাকি যে তোমারে,—
মোরে শুনাও অভয়বাণী।
দহিবে, দিব হৃদি-ইন্ধন খুলি,
পুড়ে যাক ধীরে সুখ আশাগুলি,
জ্বলিব জীবনে মরম দহনে,
তব প্রেমের, গো, চির-ভিখারী।

* * *

(৩১)

জয় জয় ভগবান, করুণা নিধান ভগবান,
করেছ জগৎ সৃষ্টি-মনোরম, লীলাময় স্থান।
হয় যদি শান্তিহীন, সৌন্দর্য্য তাহার চলে যায়,
সাত্ত্বিক প্রভাবে, প্রভু, দীপ্ত করিবেনা পুনরায় ?

কিছু তো বুঝিনা, দেব, সীমাবদ্ধ প্রাঙ্গনের জীব,
তোমার অনন্ত বিশ্বে কর্মস্রোতে কোথা হেরি শিব?
সর্বময় হে সর্বজ্ঞ, দ্রষ্টা, সর্ব গুণের আধার,
সৃজক, পালক, তুমি, ধ্বংশে তব পূর্ণ অধিকার।
সৃজন, পালন, ধ্বংশ, সে যে অতি বিধান জটিল,
স্মৃতিহীন, জ্ঞানহীন, তালে নাচে ব্রহ্মাণ্ড নিখিল।
সরল সহজ তুমি, জ্ঞানময় পবিত্র আধার,
বিচলিত নহ কভু, সৃষ্টি ধ্বংশে সদা একাকার।
মায়া সৃষ্টি তুমি জান, তাই সদা আছ নির্বিকার,
সত্য ভেবে তারে মোরা শোক তাপে দহি অনিবার।
মোহভ্রান্ত তবু খেলি, হয় না তো বাসনার শেষ,
এক জীর্ণ বেশ ছাড়ি, আরবার পরি নব বেশ।
ভাঙ্গ এ নিঠুর লীলা, কানে ভেসে আসুক আহ্বান,
দূর হোক্ মৃত্যু মায়া, অমৃত ভরিয়া তুলি প্রাণ।
হিংসা দ্বেষ. পাপতাপে যত হোক্ পূর্ণ এ জগৎ
নির্বিকার মায়াতীত প্রভু, কিন্তু কৃপাল, মহৎ।
অকৃতী অধম শুধু রচেছিনু ধূলার অঞ্জলি,
ঝরায়ে ধরায় আজ উর্ধে তাই চাহি আঁখি তুলি।
জন্ম জন্মান্তর ভোগে, প্রভু, আজ হয়ে গেছি ম্লান,
কিছুই চাহিনা আর, চাহি শুধু চির পরিত্রাণ।

❀ ❀ ❀

(৩২)

বন্ধ কর দূর, দাও ভক্তি দান,
মগ্ন রাখ নামে, পূর্ণ হোক্ প্রাণ।

ধূলার অঞ্জলি দাও, ভেঙ্গে দাও;
নিতে তব দান অঞ্জলি রচাও।
সংসারের রোল হ'য়ে যাক লীন,
তব বাঁশী স্বর শুনি নিশিদিন।
শূন্য কর মোরে, কর প্রেম দান,
নূতন আলোকে ভ'রে যাক্ প্রাণ।

❁ ❁ ❁

(৩৩)

মা তুমি, বাবাও তুমি, সাজ আরো কত রূপে,
ব্রহ্মময়ী তুমি সদা, আছ বসি স্ব-স্বরূপে।
কেমন সন্তান আমি, তোমারে মা যাই ভুলে,
কোন্ মায়াশক্তি মোরে আনে টানি এ অকূলে ?
এ তো নহে মাতৃলীলা, সন্তানে মা টান বুকে,
নানা পাকে ঘুরাও মা সন্তানেরে কোন সুখে ?
তুমিই সৃজক মাগো, সৃজিয়াছ এই ধাঁধা,
পূত শুদ্ধ রাখ মোরে, ধুয়ে ফেল ধূলি কাদা।
ভক্তি প্রেমে ভর প্রাণ, লভি যেন পরিত্রাণ;
তুমি সদা কৃপাময়ী, দীন তব এ সন্তান।
যে ভাবে চালাবে যেন সে ভাবে চলিতে পারি,
মায়ার সংগ্রামে, মাগো, তব সুত নাহি হারি।

❁ ❁ ❁

(৩৪)

জয় গুরু, মা, মা জয়
জয় জয় নারায়ণ,
সৃজন পালন তব,
তোমারি তো বিনাশন ।
তোমারে ডাকিলে সদা,
মহাকৃপা মিলে যায়,
আনন্দে ভরিয়া চিত্ত
উছসিত গান গায় ।
রিপুতাপ গুণতাপ
পারে না দহিতে আর,
প্রেমভক্তি ভরা প্রাণে
মহিমা গাহে তোমার ।
ডাকরে মা, ডাক হরি,
সর্বতৃষ্ণা পরিহরি,
মগ্ন হ'য়ে নাম গানে
ভব সিন্ধু যাও তরি' ।
নাম সঙ্গে আছে নামী
মিলে যাবে দরশন,
প্রেমেতে আকুল শুধু
ঝরিলেব রে দুনয়ন ।

❀ ❀ ❀

(৩৫)

জন্ম দিন হ'তে এ জগতে
সাজায়ে রেখেছ মোরে দীন—

মুক্তি দানে ধনী করে মোরে
এবে, মাগো, সাজাও নবীন।
নির্বাণ,— নির্বাণ, আজি তুমি
শ্রেষ্ঠ ধন কর মোরে দান,
তোমারি তো অংশ সাজিয়াছে
আজি যে গো তোমার সন্তান।
জন্মে জন্মে বহু খেলা, মাগো,
খেলায়েছ তব এ জগতে।
অসার সে সার সাথে, কভু,
মিলিতে চাহেনা কোন মতে।
জীবন-সন্ধ্যায় যদি আজি
হইল মা কিছু জ্ঞানোন্মেষ,
চরণে মিলায়ে কৃপা করি
এ খেলার কর আজি শেষ।

❁ ❁ ❁

(৩৬)

মাতৃসাজে ভগবান্ এ জগতে বিদ্যমান.
তাঁহার আশ্রয়ে মোর চলিতেছে অভিযান।
রিপুতাপ, গুণতাপ, আরো নানা কত তাপ,
জাগতিক খেলা তালে নিত্য রাখে নব ছাপ।
মাতৃশক্তি, মহাশক্তি, তাহাতে নির্ভর মোর,
তাহার প্রভাবে ধ্রুব কাটিবে গো জ্বালা ঘোর।

ভক্তি ভরে প্রাণ খুলে ডাকি সদা 'মা' 'মা' বলে;
অন্তর ভরিবে জ্ঞানে, আলোক উঠিবে জ্বলে।
ভৌতিক বসনে ঢাকা — হ'তে পারে সব ফাঁকি,
চৈতন্য গিয়াছে ঢেকে, মহামূঢ়, বসে থাকি।
'মা' 'মা' ডাক ঝঙ্কারিয়া আঁধার করিবে দূর,
মহানন্দে হ'য়ে যাবে প্রাণখানি ভরপূর।
চঞ্চল জগৎ, আরো চঞ্চল যে এ জীবন,
চঞ্চলেরে না ভুলিলে তাপ-ব্যর্থ প্রাণ মন।

* * *

(৩৭)

নিত্য সত্য ভগবান মাতৃরূপে বর্ত্তমান,
বুঝিনা, মা, আগমন তব এ যে কী মহান্।
যাতনায় কাঁদি, মাগো, পুনঃ আনন্দেতে হাসি,
এ ভাবেই বেজে চলে মোর জীবনের বাঁশী।
মনে হয় নিরন্তর জন্ম জন্মান্তর ধরি,
পাপ বোঝা নানাভাবে নিয়েছি মা শিরোপরি।
জন্মান্তরে ঘটেছে যা সব তো, মা, গেছি ভুলে,
এ জনমে যত পাপ ধুয়ে দাও কৃপা ঢেলে।
আমরা কি পূতশুদ্ধ চৈতন্যের এক বিন্দু ?
এ দশা কেন গো তবে, মাও তো গো কৃপাসিন্ধু ?
বহু তাপ সয়ে আর পারি না যে মা সহিতে,
মুক্তিদান দাও আর নাহি আসি গো ভ্রমিতে।

* * *

(৩৮)

কত খেলা হ'য়ে গেল জীবন আসরে মোর,
কাটিল না তবু হায় অজ্ঞান তমসা ঘোর।
মোহ-মুগ্ধ হ'য়ে যে মা ডাকিতেও করি ভুল,
প্রকৃতির গুণক্রিয়া সকল ভ্রান্তির মূল।

* * *

(৩৯)

উচ্চ কণ্ঠে তুলে তান, 'মা' 'মা' বলে ডাক রে।
শূন্য হ'য়ে সকল ছেড়ে, 'মা' 'মা' বলে ডাক রে।
রজঃ তমঃ গুণ দ্বয়
করিছে যে পুণ্য ক্ষয়,
করতে দোঁহে নিরাকৃত, 'মা' 'মা' বলে ডাক রে।
সত্ত্বগুণ ও বাঁধে তোরে
সুপথে সহস্র ডোরে,
এড়াইতে তারেও তাই, 'মা' 'মা' বলে ডাক রে।
এ যে মহাশক্তি ধ্বনি,
ব্রহ্ম স্থিতি দিবে আনি,
আনন্দে মাতিয়া তাহে 'মা' 'মা' বলে ডাক্ রে।
মাতৃময় হ'য়ে তুই 'মা' 'মা' বলে ডাক রে।
দ্বিধা দ্বন্দ ছেড়ে দিয়ে 'মা' 'মা' বলে ডাক রে।

(৪০)

দেহটাতো ঝরবে আছে সুনিশ্চিত দিন,
অবিরত রোগে শোকে করছে মোরে ক্ষীণ।
মানতে হ'বে মহাবিধান, অন্য গতি নাই,
শান্ত রাখতে মনটারে মা মাতৃ কৃপা চাই।
প্রকৃতির এ রঙ্গমঞ্চ লাগেনা আর ভাল,
যাই গো মিলে মায়ের পায়ে, ঘুচুক সকল কালো।
তাল বেতালে এক করে, মা, সন্তানে সাজাও,
মনটারে তার টেনে লয়ে তোমাতে ডুবাও।
সকল ভুলে পরাণ খুলে ডাকব আমি 'মা',
প্রকৃতির এই মায়া ডাকে আর তো ভুলবনা।
জাগুক প্রাণে সরস-তানে মাতৃনাম গান,
ঝঙ্কারিয়া উঠুক, মাগো, শুদ্ধ হৃদয় খান।
খেলছি খেলা মা'য়ের কোলে, যদিও অজ্ঞান
জ্বলুক চিতে জ্ঞানের আলো, তোমার মহাদান।
তোমার ডাকে উঠুক মেতে শুদ্ধ মনপ্রাণ,
আলোয় আলোময় হ'য়ে, মা, আসুক গো নিধাণ।

❋ ❋ ❋

(৪১)

মলিন আধারে বিম্বিত চৈতন্য'— জীবত্ব কি মাগো তাই ?
আধার হইতে হইলে মুক্ত কি জীবত্ব ছোঁয়াচ নাই ?
মৃত্যুর প্রভাতে জীব চেতনা কি চৈতন্য সাগরে মেশে ?

কার জন্ম হয়, কে প্রবেশে, মাগো, প্রকৃতি-আসরে এসে ?
জীবত্বের বাসনা নিচয় রহে কি বিধৃত এক সাথে ?
কর্ম ক্ষয়ে নব দেহে জীব তারি সাথে ফিরে এ জগতে ?
প্রকৃতি জগতে গুণাত্মিকা জীবের জীবত্বলীলা এই ?
ভাঙ্গিতে প্রকৃতি সংযোগ অজ্ঞান কোথায় গো পায় খেই ?
বাসনা, কামনা জাগতিক যত যাওয়া আসা যাক্ ঝরে ।
বিশুদ্ধ চৈতন্য সাজে সাজাইয়া লও এবে তুলে মাতৃ-ক্রোড়ে ।

※ ※ ※

(৪২)

কি আর কহিব, মাগো, জাগে না তো দিব্য সাড়া,
কে পারে ধরিতে তোমা, যদি নাহি দাও ধরা ?
সকল জুড়িয়া, দেবী, ধ্রুব তব অধিষ্ঠান,
মায়ার এমনি মোহ পাই না তো সে সন্ধান ।
মাতৃসত্ত্বা সর্বময় সকল ঘিরিয়া ওই—
বুঝিবার শক্তি, মাগো, জাগিয়া উঠিল কই ?
বহুজন্ম বহুখেলা, হ'য়ে গেছে কত শেষ,
অজ্ঞান প্রভাব তার মোছেনি তো আজো লেশ ।
বিশুদ্ধ চৈতন্য জ্যোতি জানি না গো, মা, কেমনে,
ঢাকা পড়ে গেছে হেরি, নিভৃত হৃদয়–কোণে ।
জাগাও, জাগাও, মাগো, দিব্য আলো দাও জ্বেলে,
ডাকিব মা পূজিব মা শান্ত পূত প্রাণ খুলে ।
দুর্বল সন্তানে, মাতঃ, করগো, সবল কর ;
কর্ত্তব্য বাঁধনে বাঁধা তুমি ও তো নিরন্তর ।

সন্তান দুর্গতি হেরি এলে যদি মা ছুটিয়া,
জ্ঞান আলো জ্বেলে তবে তমঃ দাও বিদূরিয়া।
তোমার পূজায় থাক্ নিমগন এ হৃদয়,
গাই তব গুণগান হ'য়ে সদা মাতৃময়।

❁ ❁ ❁

(১৩)

মা'য়ের চরণ ধূলি সুখে মাথে লও তুলি,
এ ধূলি যে মহাসম্ভাবান ;
ভক্তি ভরা প্রাণ লয়ে পূজ তাঁরে মগ্ন হ'য়ে,
দেবতা পরশ দিবে দান।
আদি-অন্ত শুদ্ধ বাক্,— 'মা' ডাক্ তো শ্রেষ্ঠ ডাক্,—
নির্মল সে ধৌত করে প্রাণ ;
'মা' ডাকেতে দিব্যশক্তি জাগায়ে পরমা ভক্তি,
কৃপামৃত করায় সে পান।
জন্ম হ'তে 'মা' 'মা' বোল মিলায় জননী কোল,
মিটাইয়া সর্ব প্রয়োজন।
আপনার মা পূজিলে বিশ্বের জননী মিলে,
কৃতার্থ সে মানব জীবন।
ডাক 'মা' 'মা' উচ্চস্বরে, মলিনতা যাবে ঝরে
অন্তর হইবে নিরমল।
হৃদয় হইবে শুদ্ধ, অন্তরাত্মা সুপ্রবুদ্ধ,
মন সদা রবে অচঞ্চল।
প্রেম-পূত ভক্তি সনে, ডাক তাই প্রাণপনে।

মগ্ন তুমি রহ মাতৃধ্যানে,
জগতের কোলাহলে চিত্ত উঠিবে না ছুলে,
যাত্রা তব অমৃতের পানে।

❁ ❁ ❁

(৪৪)

স্থির শান্তি চাও যদি মন,
জেনে লও, 'জীবন স্বপন'।
প্রকৃতির বিমোহন তালে,
ভুলো না রে কে তুমি যে ছিলে।
সনাতন এক বিন্দু তুমি,
জীবদেহ তব লীলাভূমি।
বিশুদ্ধ চৈতন্য তুমি ওরে,
প্রাণ সেজে জীবে থাক জুড়ে।
ত্রিগুণ চালিত জীবগণ
ভুলে যায় তারা কি রতন।
মুগ্ধ হ'য়ে প্রকৃতির বোলে,
জন্মান্তরে বাঁধাপড়ে চলে।
এ বাঁধন কঠিন বন্ধন,
জ্বালাময় করে এ জীবন।
মূঢ়, জ্বালা সহিয়া সহিয়া,
জন্ম জন্ম চলে যে কাঁদিয়া।
উদ্ধারের উপায় সরল,—
ভগবানে ডাক অবিরল।

কলিযুগে এই নামগান,
এনে দেয় চির--পরিত্রাণ ।
হারায়ো না হেলায়, মানব,
নামরূপ অমূল্য বিভব ।
জন্ম--সে যে দুখের আকর,
ডাক হরি, ডাক রে শঙ্কর ।

৩ ৩ ৩

(৪৫)

'মা' ডেকে জাগ রে তুমি, মা ডেকে ঘুমাও,
'মা' 'মা' ডেকে নিশিদিন সবারে মাতাও ।
মা ডাকের মহাশক্তি, এনে দিবে মহামুক্তি,
কাটিবে বন্ধ-আসক্তি, 'মা' 'মা' 'মা, 'মা' গাও ।
ভরে দিবে সব ফাঁক, মহামিলনের ডাক,
বিশোধন মন্ত্র এই, আর কি বা চাও ?
সদা 'মা' 'মা' গাও ।
পরাণ ভরে, উচ্চস্বরে, 'মা' 'মা' 'মা' 'মা' ডাকের জোরে
ভবের খেলা সাঙ্গ কর, অভয় চরণ পাও ।

৩ ৩ ৩

(৪৬)

আমি কি বলিব, মা গো, এটা তো লাগেনা ভাল,
পিতৃ কোল হ'তে পুত্র এই ভাবে চলে গেল ।

মায়া সৃষ্টি দেহী আমি. নহি তো মা নিত্য সত্য,
প্রকৃতি ঘুরায় পাকে নাহি মোর আধিপত্য।
তুমি তো মা কৃপাময়ী, মহীয়সী, মহপ্রাণ,
যা হ'বার হয়ে গেল, এবে কর পরিত্রাণ।
মা ছাড়া কে দিবে বলে মানব--জীবন--গাথা,—
কোথা হ'তে কেন আসি, কেন সহি এত ব্যথা?
বাস্তব চৈতন্য যদি, কেন গো হই মলিন?
চেতনা অরূপ, শুদ্ধ, নহে তো মা জ্যোতিহীন।
কত খেলা হ'য়ে গেল জীবন আসরে মোর,
কাটিলনা তবু আজো অজ্ঞান তমসা ঘোর।
মোহ-মুগ্ধ হ'য়ে, মাগো, ডাকিতেও করি ভুল,
প্রকৃতির গুণক্রিয়া সকল ভ্রান্তির মূল।
শোকের উত্তাল ঢেউ এমনি হের উছলে,
ব্রহ্মময়ী মা আমার,—সে কথাও যাই ভুলে।
ক্ষমা কর অজ্ঞানে মা, এ যে জীব হীন বল,
আঘাতে আঘাতে তার ভেঙ্গে দিছে মনোবল।
মায়ার খেলায় মিলে এত কেন মাতামাতি?
জ্বাল এবে জ্ঞান-আলো, নিভে যাক্ মোহবাতি।
কৃপাধারা তুমি মাতা, তুমি অগতির গতি,
তোমাতে কর গো বদ্ধ দীন অবোধের মতি।

❁ ❁ ❁

(৪৭)

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

অন্তর ভরিয়া উঠুক বাজিয়া,

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

আনন্দ প্লাবনে, হৃদয় অঙ্গনে,

উঠুক নিনাদি নব বিবর্ত্তনে,

ওঁ — ওঁ — ওঁ।

মৃত্যু ভয় যাক, দ্বন্দ হোক দূর,

ঝঙ্কারি উঠুক প্রাণেতে মধুর

ওঁ — ওঁ — ওঁ।

কৃপা--দিপ্তী ভরা হৃদয়ে রাজুক

মহামিলনের ধ্বনিটি, বাজুক

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

❁ ❁ ❁

(৪৮)

সর্ব শান্তি ভরা মহাশূন্য কোলে,

অবোধ, অজ্ঞান প্রকৃতির দোলে,

জন্ম জন্মান্তর খেলি গো আঁধারে,

মৃত্যু ঝঞ্ঝা লেগে গেলে যাই ঝরে।

কেন আসে মাগো মোহের আবেশ ?

অপরাধ কেন করি গো অশেষ ?

কেন মা রহিনা ডুবিয়া তোমাতে ?
কেন ভালবাসি খেলিতে জগতে ?
কত ভুল, কত ভ্রান্তি, কত গ্লানি,
জ্ঞানোজ্জ্বল দীপ্তি কেন গো ফোটেনি ?
ভেঙ্গে দাও, মাগো, ভেঙ্গে দাও ভুল;
টেনে লও কোলে, কর মা আকুল।
দূর কর জাগতিক অন্তরায়,
নাহি যেন ভুলি পূজিতে তোমায়।
মাতৃ কৃপা রসে দাও ডুবাইয়া,
বিশুদ্ধ চৈতন্য, রহিব ভাতিয়া।

❁ ❁ ❁

(৪৯)

ভগবান, ওহে ভগবান,
ডাকে শোন আর্ত এ সন্তান।
জীবনের শেষ ভাগে এসে,
সংসার সংঘাতে গেছি ধ্বসে।
এ জীবন দুরূহ জীবন;
ভেঙ্গে গেছে সুখের স্বপন।
শান্তি নাই জগতের কোলে,
কাঁপে প্রাণ মহা কোলাহ'লে।
তুমিই তো করেছ সৃজন,
পিতারূপে করিছ পালন।

কেন ষড়রিপু গুণত্রয়
নানা ভাবে করে বিষময় ?
স্বার্থ দীপ্ত কেন গো আমরা,
মিলে না গো স্বার্থহীন সাড়া ?
জ্ঞান চৈতন্যেতে দীপ্তমান,
রিপুতাপে সাজিছে অজ্ঞান।
নিভে গেছে আলো শান্তিময়,
অগ্নিজ্বালা বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়।
নব-স্পর্শ সঞ্জীবনী চাই,
মাতৃ সাজে এলে আজ তাই।
এলে কি গো কোলে তুলে নিতে ?
সন্তান তো জানে না পূজিতে।
মাতৃ-দুঃখে কাঁপে না পরাণ,
ভুলে নাকো বৃথা অভিমান।
অমৃতের স্পর্শ এনে দাও,
চৈতন্যের মাঝারে জাগাও।

* * *

(৫০)

তোমার জগৎ কোলে নিত্য যে, মা, খেলা চলে
যোগ দিয়ে সে খেলাতে কেবলি অন্তর জ্বলে।
মায়ার জগতে, মাগো, তোমারি তো অধিকার,
আচ্ছন্ন চৈতন্য সেথা, বাণী রুদ্ধ কণ্ঠ তার।

দেবতা মন্দিরে, মাগো, ভরা আছে যেই দেশ
পাপের তরঙ্গ সেথা উদ্বেলিত, নাই শেষ।
মহাশক্তি দেবগণ উঠিবেনা গরজিয়া ?
সে রুদ্র রণনে সব দিবে না কি বিদূরিয়া ?
আশা মোর ছোট নহে, আশা তো মা অতি বড়,
জন্ম জন্মান্তর ভোগে প্রাণ কাঁপে থর থর।
পরাণে নাহিকো ভাব, জিহ্বাগ্রে নাহি তো ভাষা,
ভগবৎ কৃপা ছাড়া অপূর্ণ রহিবে আশা।
সর্বাত্মিকা মা আমার, সর্বময়ী, মহাদেবী,
চরণে তাঁহার আজ নিবেদিনু যে বা দাবী—
"শান্তি দাও, শান্ত কর, বিশ্ব হোক শান্তিময়,
মাতৃময় নবরূপে গাই মোরা তব জয়।"

❁ ❁ ❁

(৫১)

বিন্দু মাত্র ছিন্ন ক'র দিয়েছ গো জন্মদান,
মিলায়ে চৈতন্যে পুনঃ কর তারে একতান।
তোমা ছাড়া নহি তো, মা, যদিও গো জ্ঞানহীন,
দীপ্ত কর জ্ঞান দানে, রেখ না মা এত দীন।
ভক্তির ঝলকে, মাগো. ভরে যাক এই প্রাণ,
মাতৃময় প্রাণ লয়ে সাজিব গো সুসন্তান।
মিলে গিয়ে মাতৃ কোলে মহাপ্রাণে মিশে যাই।
অজ্ঞান আঁধারে ঢেকে রাখ যদি চির দিন,
মায়ের এ মায়া খেলা হ'য়ে যাবে বিমলিন।

উত্তর প্রদেশ ছেড়ে ফিরিয়াছি বঙ্গদেশে,
জানি না মা কোথ পুনঃ যেতে হ'বে ভেসে ভেসে।
আসিয়াছি বঙ্গে, মা গো. বাংলা দেশ জন্মভূমি,
মাতে না উল্লাসে প্রাণ তবু তার রেণু চুমি।
সকল ছাড়িয়া আজ সাজিয়াছি লক্ষ্মীছাড়',
সর্বরূপে মায়াশক্তি ক'রে দিছে দিশাহারা।
প্রার্থনা, মা, কর স্থির, উতলা গো এ সন্তান,
হৃদয় জুড়িয়া বসি স্পর্শে কর শান্তি দান।
তৃণ সম আর যেন ঘুরি না মা ঘূর্ণিপাকে,
আপনার ছিল যারা চলে গেল কোথা বা কে!
গতিশীল জগতে মা আমারো যে গতিধারা,
নানা স্রোতে ভেসে ভেসে হ'ল আজ পথহারা।
তোমার অটুট কৃপা সম্বল যে মা আমার,
এ কৃপাতে করি ভর ভব-সিন্ধু হ'ব পার।
দৃষ্টি তব আছে জানি ফিরায়ে নিওনা তায়,
শেষ দিনে পথ যেন জ্যোতি তারি মা দেখায়।
'মা' 'মা' বোলে হৃদয়ের ঝঙ্কৃত হয় গো বীণ্,
মা'র কোলে সুখে সুপ্ত হয় যেন চির--লীণ।

* ● *

(৫৩)

সবই মোর ব্রহ্মময় নিত্য সত্য ভগবান্,
পূজা-বিশোধিত হোক জীবনের এ বিধান।
মা-ই মোর ব্রহ্মময় নিত্য সত্য ভগবান্,
মোর গীতে বাজে যেন নিত্য মাতৃ-গুণ গান।
ব্রহ্মময়ী মা আমার নিত্য সত্য ভগবান্,
'মা' 'মা' বলে ডেকে ডেকে তৃপ্ত হোক সদা প্রাণ।
মা-ই মোর ব্রহ্মময় নিত্য সত্য ভগবান্,
মাতৃ সঙ্গ লাভে লভি মা'র মহা কৃপাদান।
ব্রহ্মময়ী মা আমার, সর্বময়, মহাপ্রাণ,
মাতৃময় প্রাণে মোর বাজুক প্রণব গান।
মা-ই মোর ব্রহ্মময়, নিত্য, সত্য, ভগবান্,
মাতৃসনে যুক্ত প্রাণ শান্তির মহানিধান।
মা যে মোর ব্রহ্মময়, নিত্য, সত্য, ভগবান্,
পূর্ণ আত্ম সমর্পণে লভিব গো শ্রেষ্ঠ দান।

* * *

(৫৪)

ডাক মায়, ডাক মায়, গড়ে লও নব প্রাণ,
দুর্বার এ দেহতাপ মন করে মুহ্যমান।
ডাক মায় ডাক মায়, দীপ্ত কর সুপ্ত প্রাণ,
স্থূল দেহে মায়াশক্তি লুপ্ত করে সব জ্ঞান।

ডাক মায়, ডেকে মায়, হও তুমি শক্তিমান,
জাগ্রত রাখিতে মন কর সদা নাম গান।
ডাক মায়, ডাক মায়, মা যে তোর ভগবান্,
দেহ মাঝে আছে সদা ষড়রিপু অধিষ্ঠান।
ডাক মায়, ডাক মায়, সব তাপ কর ম্লান,
গুণত্রয়ে ষড়রিপু করে দেয় বলবান্।
ডাক মায়, ডাক মায়, হ'তে হ'বে জ্ঞানবান,
রিপুশক্তি, গুণশক্তি মিলে করে অভিযান।
ডাক মায়, ডাক মায়, হোক প্রাণ জ্যোতিষ্মান্,
মাতৃ--কৃপা লভি তুমি হও গো মনঃপ্রধান।

❁ ❁ ❁ ❁

দ্রষ্টব্য :— ভৌতিক দেহে মন প্রধান নহে। দেহের মলিন তাপে এবং রিপুর ও গুণের প্রভাবে মন অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া যায়। এ দেহে মনের স্বাধীন ভাব থাকে না; সূক্ষ্ম দেহে থাকে।

❁ ❁ ❁

(৫৫)

জটিল মা জটিল এ জীব জীবনের খেলা,
বিশুদ্ধ চৈতন্য সে ও আঁধারে ভাষায় ভেলা
ভুলে যায় কি যে সে গো কোথা তার নিত্য মূল,
প্রকৃতির গুণতাপে দিশাহারা সে আকুল।

মহাতাপ এড়াতে তো কলিতে মা সোজা পথ,
ভগবানে ডেকে সদা এড়ায়ে চলা বিপথ।
নাম জপ করি যদি, নাম স্রোতে ভেসে যাই,
রোধিবারে সেই স্রোত ত্রিগুণের শক্তি নাই।
অবিরাম নামজপ আমাদের পুণ্যরথ,
আরোহিলে এই রথে দীর্ঘ নহে গতিপথ।
যে নাম মিলিয়া যায়, মগ্ন হ'লে সেই নামে,
জগৎ ঐশ্বর্য্যে নাহি টলে, ডাকে প্রাণারামে।
আনন্দ তরঙ্গে ভরা রহে গো অন্তরে ধনী,
ত্রিগুণের স্পর্শ হীন হ'য়ে পায় স্পর্শমণি।
নাম স্রোতে যে গো ভাসে, মহানন্দে আত্মহারা,
ব্রহ্মময়ী মা যে মোর আনন্দের স্রোতধারা।

❁ ❁ ❁

(৫৬)

কত ভাবে, কত তালে, খেলে চলি মায়া খেলা,
বহুজন্ম কেটেছে মা, শতছিদ্র এই ভেলা।
জান না মা কি পুলকে এ খেলায় মন ভরে,
শেষ বুঝি নাই তার শত জন্ম জন্মান্তরে।
কভু ছুটি, কভু ভাসি কভু ডুবি মা অতলে,
অশেষ যন্ত্রণা, তবু জ্ঞান আঁখি নাহি খোলে।

আত্মজ্ঞান হারা হ'য়ে থাকি সদা মোহে ঘেরা,
আলেয়ার আলো মাঝে প্রলোভনে ঘোরা ফেরা।
মাতা তুমি আছ জানি, নাহি তবু কোন সাড়া.
কি কারণে বুঝি না মা, মা থাকিতে মাতৃহারা।
বিশুদ্ধ চৈতন্য যে গো, কেন তার জীব দেহ?
কেন সে গো জ্ঞানহারা, তৃপ্ত লয়ে মোহ গেহ?
সহজ তো নহে সদা, নীরবে সহিবে জ্বালা,
তবুও সঁপিবে পায়ে বেদনার ভরা ডালা।
আতঙ্ক ঘিরিয়া ধরে, কেমনে মা দিব পাড়ি?
কৃপাময়ী সেজে আজ পার কর হে কাণ্ডারী।

* * *

(৫৭)

হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল,
প্রাণ খুলে হরি বলে, দূর কর সব গোল।
হরি, হরি, হরি বলে, আমিত্বটা যাক গলে,
হৃদয় মাঝে, উঠুক বেজে, হরি—হরি—হরি--বোল।
হরি ডাকে মহাশক্তি, এনে দেয়, চির মুক্তি,
জন্মান্তরে করে শেষ, রহে নারে কোন গোল।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

মা--মা ডাকে উঠ মাতি, জ্বালায়ে জ্ঞানের বাতি;
প্রেম ধারা ঢাল সদা, জ্বলে যেন দিবা রাতি।

ভজরে গুরু, ভজরে মা, ভজরে ভগবান;
জগৎ কোলে, জগৎ ভুলে হও মনঃপ্রধান।

ডাক হরি, ডাক শিব, ডাক নারায়ণ,
কৃপাদৃষ্টি দিবে মাতা খুলি ত্রিনয়ন।

মা--মা--মা বলে ডাক, কর ডাক সার,
মহানন্দে ভবসিন্ধু হ'য়ে যাও পার।

হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল,
ডাক্ সুরে, যাক্ দূরে মনো মাঝে যতগোল।

নারায়ণ, নারায়ণ, জয় গোবিন্দ হরে

হমা মিলনের যত বাধা সব যাক্ সরে ।

ভজ গুরু, ভজ মা, ভজ ভগবান্,

ভজ হরি, নারায়ণ পাবে পরিত্রাণ ।

এক মালা ছিঁড়ে গেলে পরি গলে অন্য মালা,

ভেঙে দিবে বিভু--কৃপা মায়ার এ ফুল--ডালা ।

'আমি' 'আমি' কর কারে ! এ 'আমি' তো তুমি নয় ।

নাম-রসে ডুবে হের দীপ্ত 'আমি' মৃত্যুঞ্জয় ।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

मातृ—आराधना

(देव भाषायाम्)

नयामि करुणामयीम् मातरम् परमात्मिकाम् ।

अवतरणिकेयम्

श्रीश्रीमाता आनन्दमयी ईश्वर चैतन्याधिकारिणी भगवती एवेति ममानुभवः। जगदधुना सविशेषं तापदग्धम्। रजस्तथा तमोगुणस्य प्रभावः निरन्तरमधिकाधिकं प्रकटीभवति। मोहान्धकारात् पुण्यक्षेत्रं भारतवर्षं पुण्यप्रभाविहीनमेव प्रतिभाति। जगतः वर्तमानरूपं तु विरूपं दृश्यते। अतः धर्मस्थापनमेव प्रधानतया कार्यम्। अस्याः हीनावस्थायाः दूरीकरणार्थं विमलिनेऽपि धर्मक्षेत्रे भारतक्षेत्रे मातुरागमनमिति मन्ये।

(१)

अब्जासीना हि माता, गणपति जननी, तारिणी, योगमाया,
नित्यं मुक्तातिदीप्ता, शुभं मृदु नदन्ती, निर्मला, शान्तधीरा।
सायंप्रातः नराणां भजनस्वरक्रमैः—प्रीतवदना हि माता,
ब्रह्मासीना, महेशा, भवभयहरण व्याकुला शुभ्रवेशा।

❁ ❁ ❁

(२)

नमामि त्वां चिदानन्दरूपां देवीं हि स्वप्रकाशितां,
नमामि त्वां मायातीतां तत्वातीतां सुस्मिताननां,
नमामि त्वामघमतारिणीं शिवानीं देहधरां,
नमामि त्वां ज्योतिर्मयीं सर्वंगतां हि परात्परां।

❁ ❁ ❁

(३)

प्रकृत्या चालितः यदा
नाहं स्मरामि मातरं
आत्यपनोदनं कुरू,
कुरू मां मातृपूजकं।
अज्ञानावरणं हि सदा
विभ्रमकारणं भुवि,
भजनं हि महाव्रतं
ब्रह्मज्ञान विधायकम्।

❁ ❁ ❁

(४)

ईश्वरो हि सदाकुलः सर्वान् रक्षितुं ध्रुवम्,
अज्ञानान्धो नरो भुवि न जानाति कदापि तम् ।
विसृज्य सु कृपाघनं कांक्षति यो घनागमम्,
महादुःखनिपीडितो भवति सोऽभाजनो ननु ।
देवमेकं समाश्रित्य नित्यकर्म करोति यः,
सो हि शान्तिमयः सदा, स युक्तः, स सुखी नरः ॥

❁ ❁ ❁

(५)

नरो हि ब्रह्म नापरः इति सत्यं विचिन्तय,
अव्ययश्च नरो ध्रुवं चैतन्यविन्दु एव सः ।
भूत्वा ब्रह्मनारायणः आनन्देनाप्लुतः सदा,
मोक्षरूपं महाशुभं लभस्व तु महाजन ।

❁ ❁ ❁

(६)

नारायणं नमस्कृत्य लभस्व परमंपदं,
नारायणं नमस्कृत्य लभस्व ब्रह्म चैतन्यं ।
नारायणं नमस्कृत्य संसाधय सुसाधनं,
नारायणं नमस्कृत्य अन्तः शोधनं कुरु ।
नारायणं नमस्कृत्य कुरु पुण्यं दिवानिशम्,
नारायणं नमस्कृत्य त्यज सर्वं च संकल्पम् ।
नारायणं नमस्कृत्य समर्पय तु आत्मानम्,
नारायणं नमस्कृत्य विन्दसि दुःखनिर्वाणम् ।

❁ ❁ ❁

सर्वजन हृदि वासिनी सुहासिनी,
आनन्दमयी सा माता—
बन्दे मातरम् ।
चैतन्य प्रदायिनी भवभयहारिणी,
आनन्दमयी सा माता—
बन्दे मातरम् ।
त्रिभुवन विहारिणी लोकपालिका,
आनन्दमयी सा माता—
बन्दे मातरम् ।
ब्रह्म विधि विधायिनी शिवा भवानी,
आनन्दमयी सा माता—
बन्दे मातरम् ।
सच्चिदानन्द रूपिणी, ब्राह्मी सनातनी,
आनन्दमयी सा माता—
बन्दे मातरम् ।
सन्ताप विनाशिनी, पुण्य विस्तारिणी,
आनन्दमयी सा माता—
बन्दे मातरम् ।
सर्वशक्ति मयी देवी, सर्वस्व विधायिनी
आनन्दमयी सा माता—
बन्दे मातरम् ।
भारत दुःख हारिणी, भारत जननी,
आनन्दमयी सा माता—
वन्दे मातरम् ।

(८)

ब्रह्मज्ञानमयं कुरु, कुरु च मां सुशान्तिं,
कुरु क्रियान्वित हि मां, शुद्धचैतन्यभासितं।
गुणत्रय निपीडित: आर्तोऽहमतिचंचलः,
कुरु शान्तं मनो हि मे विवेकचालितं सदा।

❁ ❁ ❁

(९)

मात: आनन्द मयि,
त्वं हि भगवती माता अविवेक तमोहरा।
पूजिता त्वं यदा भुवि पूजिताः सर्व देवता:।
कृपामहैतुकीं कुरु. साधय मे विकाशनं।
कृपामहैतुकीं कुरु, भवपंकात् समुद्धर।
कृपामहैतुकीं कुरु, देहि मे भक्तिमुत्तमाम्।
कृपामहैतुकीं कुरु, विशोधय तु पूजनम्।
कृपामहैतुकीं कुरु, तनयस्ते दुर्बलो भृशं।
कृपामहैतुकीं कुरु, स्थापय हृदि चरणम्।
कृपामहैतुकीं कुरु त्राहि तु मां पदाश्रितम्।

❁ ❁ ❁

(१०)

प्रसीद भगवत्यम्बे, प्रसीद भक्तवत्सले।
विमुक्तं कुरु मां देवि, दुर्गे देवि नमोऽस्तुते।
सर्व रूपमयी देवी, सर्वं देविमयं जगत्।
अतोऽहं त्वां विश्वरूपां नमामि परमेश्वरीम्।

❁ ❁ ❁

(११)

त्वं चिह सर्वमयी माता, कुरु हि मां मातृमयम् ।
अचंचलम्, एकनिष्ठं, प्रेमाप्लुतमनः कुरु ।
न जानेऽहं सेवां, भक्ति, न जाने ध्यानपूजनं,
देहि तन्मे कृपामयि, येनास्मि तु तवैवाहम् ।

❁ ❁ ❁

(१२)

मायावृतोऽहि मानवः अज्ञान परिचालितः,
जपेन च विचारेण भवति ज्ञानवान् सहि ।
लब्धज्ञानो यदा भवेत्, आत्मतत्त्वं विचारयेत्,
समाश्रित्य तं परम् लभते वैष्णवाश्रयम् ।

❁ ❁ ❁

(१३)

महानन्दमयी सदा, अभया, कमलात्मिका,
शुभ्रवेशा तु शारदा, रिपुसंहारिणी शिवा ।
महानन्दमयी-पदे स्थापयित्वा शिरस्तव,
विचिन्तय पदाम्बुजम् सर्वध्वान्तापहारकम् ।

❁ ❁ ❁

(१४)

नित्यानन्दमयि, कलुषनाशिनि,
रिपुसंहारिणि, अन्नपूर्णेश्वरि,
सर्वैश्वर्यंमयि, देवि महेश्वरि,
त्राहि मामधमं तारिणि, जननि ।

मोक्ष विधायिनि, गौरि कृपामयि,
काशीश्वरि मातः भक्त निस्तारिणि।
दाक्षायणि शुभे, पतितपावनि,
रिपुविनाशिनि, कैवल्यदायिनि,
महाभावमयि, रमे नारायणि,
त्राहि मामघमं तारिणि, जननि।

❁ ❁ ❁

(१५)

संस्थाप्य विश्वासं ध्रुवं मातुश्चरणपंकजे,
भजाम्यहं हरिहरं मुक्तिकामो भवाम्बुधेः।
विष्णुपदं महाश्रयं भक्ति वारिपारप्लुतम्—
प्रापय तत् कृपामयि, संसाधय महात्राणम्।

❁ ❁ ❁

(१६)

भजामि भुवनाम्बिकां सुरधुनीं देवात्मिकाम्,
भजाम्यहं जगन्मयीं सुभाषिणीं स्मिताननाम्,
भजामि भवहारिणीं, विन्ध्याचलविहारिणीम्
भजामि मोक्षदायिनीं, गुणताप विनाशिनीम्।
भजामि महाभयंकरीम्, असुरनाशिनीं वामाम्
भजाम्यहं कृपामयीं सन्तानोद्धारकारिणीम्
भजामि पार्वतीं शुभां, स्थिरशान्ति प्रदायिनीम्
भजामि तमोहारिणीं तु पुण्यविधानकारिणीम्।

❁ ❁ ❁

असुरनाशिका देवी, काली, दुर्गा सुसज्जिता,
तारामूर्ति महीयसी सन्तान तोषिणी सदा,
षोडशी भुवनेश्वरी देवी यथा प्रकाशिता,
श्रद्धांजलि प्रदानेन भारतालये सुपूजिता।
भैरवी शान्तमूर्तिस्तु छिन्नमस्ता विभीषिका,
स्थिरा धूमावती, भीमा बगला च तथाविधा।
मातंगी करिवाहिनी सा यत्नेन हि सुपूजिता,
कमला तु सदा शुभा शान्तिविच्छुरन्ती हि सा।
आविर्भूता सैवाद्य तु निर्मलानन्दमयी हि सा,
जगद्धात्रीं तारिणीं तां वन्देऽहं मातरं शिवाम्।

नमामि भगवतीं श्री दुर्गारूपिणीं,
असुरनाशिनीं मातरम्
नमामि कालीरूपिणीं भयंकरीम्,
घोरां करालां मातरम्।
नमामि श्रीताराकरूपिणीं पालिनीं,
श्रीवामाजननीं मातरम्।
नमामि षोडशी रूपिणीं महादेवीं,
कल्याणमंडितां मातरम्।
नमामि भगवतीं श्री भुवनेश्वरीं,
भुवन तारिणीं मातरम्।
नमामि भैरवीरूपिणीं तु भीमां,
भयविध्वंसिनीं मातरम्।

नमामि श्रीछिन्नमस्तां करालां,
मोह बिनाशिनीं मातरम् ।
नमामि विद्यां विवर्णां धूमावर्तीं,
मलिनाम्बरां हि मातरम् ।
वगलां रूपिणीं नमामि तामीशाम्,
सर्वविधायिनीं मातरम् ।
नमामि विद्यां मातंगी रूपिणीम्,
सिद्धिप्रदायिनीं मातरम् ।
नमामि कमलासनां नु कमलां,
शान्तिप्रदायिनीं मातरम् ।
नमामि श्री आनन्दमयीं भगवतीम्,
पतिततारिणीं मातरम् ।

❁ ❁ ❁

(१८)

ओं ओं ओं करुणा मयी, शुद्धचैतन्यरुपिणी,
ओं हि ते वाचकं सदा शुद्धकैवल्यदायिनी ।
त्वं हि सर्वगता शुभा, ब्रह्ममयी सनातनी,
ओंकारेण प्रकाशिता, तत्त्वमस्यादिभाषिता ।
कृपामहैतुकीं कुरु, जन्मान्तरं निवारय,
सत्त्वगुणान्वितं कुरु, प्रेमभक्तिसमन्वितम् ।
महाज्योतिर्मयी माता, नेत्र ज्योतिस्पर्शनेन,
अपाकुरु मलिनतां, चैतन्यभास्वरं कुरु ।

❁ ❁ ❁

(१९)

अहमात्मा स्वयं ज्योतिः, जडदेहः कदापिन,
संचारय कृपामयि इदमेव दिव्य ज्ञानम् ।
लीलामयं हि जीवनं प्रारब्धपरिचालितम्,
रूपान्तरं सदा ध्रुवं, देहाद् देहान्तरमेवयत् ।
भव ब्रह्म परायणः कृपा प्रार्थी सुभाजनः,
नास्ति मोक्षं कृपां विना प्रकृत्या चालिते भुवि ।
देहस्यात्मता सदा पश्याम्यज्ञान ताडितः,
विदूरय, महादेवि, इमंच मे महाभ्रमम् ।
अहमात्मेति बोधेन कुरु मां ज्ञान मंडितम्,
ब्रह्ममयी भवेद्दृष्टिः विरामकारिणी सदा ।
ओं हि नित्यं ते वाचक, त्वं हि बाच्या महादेवी,
गौरि, शिवे, कृपामयि, उद्धारिणि नमाम्यहम् ।

❁ ❁ ❁

(१९)

अखंडानन्द रूपा त्वं नित्यशुद्धा च विमुक्ता,
निखद्याव्ययाक्षरा स्वप्रकाशमयो तु त्वम्
चैतन्य स्वरूपा मातः चिन्मयी परमात्मिका,
प्रकृतेः परा निर्विकारा शाश्वतानन्दरूपा ।
तत्वातीता परात्मा त्वं ज्योतिर्मयो मायातीता,
स्मिताननानन्दयुता शान्ता सा करुणामयी ।
नमामि त्वां गुणातीतां सर्वंगतां च कूटस्थाम्,
नमामि त्वां सर्वरूपां सनातनीं सदोदिताम्

❁ ❁ ❁ ❁

(२२)

मधुरां मधुरां सितवास युताम् ।
शोभनां शोभनां सुकेशां रम्याम् ।
विपुलां विपुलां प्रतिरूप गताम् ।
प्रणमामि कृपाबहुलामभयाम् ।

सुषमावृतदेह युतां कोमलाम् ।
सरलां शोधनामगुणाममृताम् ।
हरिनाम सुकीर्तन प्रीति युताम् ।
प्रणमामि कृपाबहुलामभयाम् ।

सुखदीप्तरमां बहुधा भणिताम् ।
सुखदां ललितामतिपूतदेहाम् ।
शिवदां वरदां सुभगां गिरिजाम् ।
प्रणमामि कृपाबहुलामभयाम् ।

❁ ❁ ❁

(२१)

वन्दे मातरम् ।
ज्ञानदां प्राणदां परमसुखदां
त्रिगुण रहितां मातरम्,
वन्दे मातरम् ।
विलोलनीलोत्पल नेत्र शोभितां,
स्मिताननां भक्तजनाभिवेष्टिताम् ।
शुभ्राम्बराम्बां भूषण विरहिताम् ।
भास्वरां निर्मलां मातरम् ।
वन्दे मातरम् ।

भवताप नाशिनीं मोक्ष दायिनीम्,
तमोऽपहारिणीं ज्ञानविधायिनीं,
महेश्वरीं कैलासविहारिणीं,
ओंकार गीतां मातरम् ।
वन्दे मातरम् ।
निर्मलाम् तु रम्यां बहुजन पूजितां ।
धारिणीं तारिणीं मातरम् ।
वन्दे मातरम् ।

❁ ❁ ❁

(२२)

भव नाशन कारण भावयुताम्,
रिपुताप महाभय भीतिहराम्,
अघभारहराममलाममृताम्
प्रणमामि शिवामरुणामगुणाम् ।
भवतारण कारण सारभूताम्,
सुखदामतुलामभयामनघाम्,
नलिनीनयनाम् धराप्राणरूपाम्,
प्रणमामि शिवामरुणामगुणाम् ।
करुणाकोमलामविवेकहराम्,
गतिहीनजने सदा कृपापराम्,
सुर राग निनाद विकाशगताम्,
प्रणमामि शिवामरुणामगुणाम् ।

❁ ❁ ❁

(२३)

यथा शिवस्तथा दुर्गा हरिनारायणस्तथा,
एका बहुविधासीत् तु महामाया विकासिता।
नित्यमेकं परं ब्रह्म अक्षरमव्ययं तथा,
ब्रह्म विना यदेवास्ति मायामयमेव हितत्।
त्वमेव सा शिवा मातः ब्रह्ममयी सनातनी,
भक्त प्राणमयी त्वं हि विश्वप्राण स्वरूपिणी।
सरूपा, शोभना, शुभा, महती, महिमान्विता,
शिवनारायणादयः सर्वे त्वयि विभासिताः।
त्वं हि ज्ञानमयी रमा अविवेकतमोहरा,
तजिता त्वं यदा देवि पूजित्ताः सर्वदेवताः।
भव दीने कृपापरा माता त्वं दीनवत्सला,
गतिः कृपां विना नास्ति तापदग्धस्य मेऽपरा।

❁ ❁ ❁ ❁

(२४)

कृपां कुरु दीमजने।
दीर्घविरहव्ययापीडितशंकित—
कम्पितकातरजने,
कृपां कुरु दीनजने।

भववारक शासन शासित—
पुण्यपदाश्रयाश्रय समन्वित—
संसार बंधन भीति विकलित—
रिपुताप दग्धजने

कृपां कुरु दीनजने ।

सलील जीवभावसमन्वित—
जन्मजन्मान्तरदशा पीडित—
जलबुद्बुद्समभाव प्रतानित—
अज्ञानाभिभूतजने ।

कृपां कुरु दीनजने ।

❁ ❁ ❁

(२५)

नरसाधन कारण शक्ति धराम्,
शरणागततापितत्राण पराम्,
शिवनाथयुतां गिरिजां शुभदाम्,
प्रणमामि शिवां शिवदामभयाम् ।
रिपुतापहरां करुणाकुलिताम्,
भव मंगल साधनदुःखसहाम्
अभिमान प्रभावाति विमर्दिकाम्,
प्रणमामि शिवां शिवदामभयाम् ।
भजनातिविनन्दित भाव गताम्
देवनामगुणातिशयाकुलिताम्,
समभावप्रभाति मंगलामनघाम्
प्रणमामि शिवां शिवदामभयाम् ।

❁ ❁ ❁

(२६)

नवरागशोभितातिसुरम्यम्
नमामि शोभनं श्रीपदयुगलम् ।
भवमेवार्तत्राण कारणम्
नमामि शोभनं श्रीपदयुगलम्
भवभीतिसूदनं कलुषहारम्,
नमामि शोभनं श्रीपदयुगलम् ।
पावनविमल ज्योतिर्भासितम्,
नमामि शोभनं श्रीपदयुगलम् ।
नर विलास सुपीठं भवसारम्
नमामि शोभनं श्रीपदयुगलम्

❁ ❁ ❁

(२७)

लीलालोलां विमलमधुरां शुभ्रवेशातिदीप्तां,
मायातीतां त्रिदिवेश पूज्यां सर्व संस्कार मुक्ताम्,
मोहरहितां विजननिलयां प्रपन्नजनार्तिहराम्,
ब्रह्मसीनां हृदिसमासीनां मातरं तां नमामि ।
भक्ताधीनां, भजनगलितां नित्यामनन्तरूपाम्,
आनन्दरूपाम् अमृत स्वरूपाम् कर्महीनां विमुक्ताम्,
अल्पतुष्टाम्, देवनरजुष्टाम्, दर्शनदीपित चित्ताम् ।
ब्रह्मासीनां हृदिसमासीनां मातरं तां नमामि ।
सेवयातृप्तां सहजसुखदां कीर्तन घूर्णितदेहाम्,
जीवन्मुक्तां भवभयहरां मानवदेह विधृताम्,
अग्निवर्णां तपसा भासिताम् प्रचण्डदैत्यदर्पघ्नाम्,
ब्रह्मासीनां हृदिसमासीनां मातरं तां नमामि ।

❁ ❁ ❁ ❁

(२८)

कमल नयन शोभा भासिता श्वेतवेशा,
शशधर कर कान्ति: कोमला कृष्णकेशा ।
कुसुम मृदुल तन्वी मंडिता भाति वामा,
रस जलधि निमग्ना ध्यान लग्ना सुरूपा ।
सघन ज्वलित जीव प्राणदा, शक्तिभूता,
जनन मरण धात्री निर्मला देवबाला ।
दहन हरण शक्तिर्धारिणी भावगूढा
विपुल पुलक धारा मंडिता दीनमाता ।

❁ ❁ ❁

(२९)

विभाविमंडिता सुभासिता सुनिर्मला रमा,
सुशोभना सुभाषणा शुभा सुकोमला उमा ।
विशुद्ध शान्तिदायिनी सुहासिनी शिवांगना,
धुनोतु मे मनोमलं सुहृदि-निवासिनी सदा ।
सदामृतरूपा योगारुढा भावलीना तु या,
निर्लेपभूषिता परमार्तत्राणपरायणा,
ब्रह्मानुवर्तिनी भुवि स्थिता सर्वसुमंगला,
धुनोतु मे मनोमलं सुहृदि निवासिनी सदा ॥

❁ ❁ ❁

(३०)

प्रसीद त्वं महादेवि, विश्वरूपा नारायणि
निर्मलानन्द दायिनी, महाशक्ति स्वरूपिणि ।
कुरु मां करुणादीप्तं शुद्धज्ञान विबोधितम्,
एकनिष्ठमविकृतं जीव भवविमोचितम्
देहि, मातः, पदाश्रयमार्तिहरमनाविलम्,
शुद्धशान्तविभान्वितं, पावनं च तमोहरम् ।
त्राहि देवि महाक्लिष्टं दीनं मां चरणार्थिनम्:
त्राहि मां जीवदेहिनं, मायामोह विचलितम् ।

❁ ❁ ❁

(३१)

भजेऽहं तमोहारिणीं ज्ञानदीप्ताम्,
महा भावलोलायितां भावहीनाम् ।
भजेऽहं महाशक्ति भूतामशेषाम्,
शोभनां परां तां सुगीतां शरण्याम् ।
भजेऽहं महाविश्वरूपामरूपाम्,
त्रयीमूलभूतां तु देवात्मिकां ताम् ।
भजेऽहं महानन्ददेदीप्यमानाम्,
आनन्दमयीं निर्मलां नित्यमुक्ताम् ।
भजेऽहमनाद्यामनन्तां शिवेशाम्,
महाजीवरूपां तु सर्वानु भूताम् ।

❁ ❁ ❁

(३२)

त्वमेव माता करुणा प्रदीप्ता,
मित्याक्षरा ब्रह्मसमा विशुद्धा ;
त्वमेव माता भव भावहीना,
शोभान्विता भासि विभानुलिप्ता ।
वन्दे शिवां देवगुणाभिषिक्ताम्,
नारायणीं देहधरां सरूपाम्,
वन्दे चिरानन्दमयीं भवानीम्
देवीं तु सन्तानविधानकर्त्रीम् ।

❁ ❁ ❁

(३३)

सरलमतिगुरुप्रिया - सेविता,
ललित नयनशोभिता मंडिता,
अभयचरण तारिणी पावनी,
कमल करकृपासुधा-दायिनी,
अधमजनविशोधना मंगला,
विजन भजन प्रीणिता निर्मला,
त्रिगुणविरहिता शुभा नन्दिता,
अगति परम गतिः शिवा वन्दिता

❁ ❁ ❁

(३४)

भगवती, जगद्धात्री, सर्व कलुर्ष नाशिनी,
गौरी, चण्डी, महादेवी, भव ताप विनाशिनी।
ज्योतीश-जननी या हि, मोक्षकस्य विधायिनी,
ब्रह्ममयी, नमस्तस्यै, महेश्वरी, दाक्षायणी।
महामाया सा हि माता, योगिजन मनोहरा,
अज्ञान हारिणी, देवी, अधम दीनतारिणी।
सर्वदेव समादृता भक्तिपुष्प सुपूजिता,
कात्यायनी, नमस्तस्यै, महाकल्याणदायिनी।
शब्दात्मिका, अविज्ञेया, अचिन्त्यरूप भूषिता,
नारायणी, नमस्तस्यै, लोकशिक्षा प्रदायिनी।
मनुज हित साधिका, अभया सा, शिवात्मिका,
परमानन्द शोभिता, जीवदुर्गति नाशिनी।
त्रिगुण धारिणी या, सा, गुणातीता सुरेश्वरी,
महालक्ष्मीः, नमस्तस्यै, स्वर्गमुक्ति प्रदायिनी।

❁ ❁ ❁

(३५)

विलसति मोहः, शिहरति देहः,
विलोडन विह्वल चित्तम्,
प्रभवति चाघं, विकिरति तापम्,
विकम्पन कुंचित भात्रम्।

तव पद सारं हरति विषादं,
करोति विशोधित चित्तम् ।
अहमति दीनः पुलक विहीनः,
मनो हि सदारिपुदुष्टम् ।
विकलितदेहं कुरु तव गेहं,
कृपा करुणा विधि सिक्तम् ;
भजन विशुद्धं कुरु मम चित्तं,
भगवतः भावप्रबुद्धम् ।

❋ ❋ ❋

(३६)

व्रजति दिनमति त्वरितम्,
अतिमलिनं विकलपुरम् ।
भज गिरिजां हृदय गताम्,
स्थिर सुखदां भज सततम् ।
त्यज सततं धनज सुखम्,
जहि हि भवं अघविकलम् ।
भज शिवदां कलुषहराम्,
हर दयितां भज सततम् ।
वर्जय तं भवविलेपम्,
त्यज तरलं मद गरलम् ।
भज सुरमां सुख निलयाम्,
शिवलतिकां भज सततम् ।

❋ ❋ ❋

मातुः उपदेश वाक्यानि

गुरुवाक्यं समाश्रित्य धर्ममत्र यः सेवते
सदैव तं धर्ममार्गे धर्मश्चालयति ध्रुवम् ।

इच्छसि चेत् परं ज्ञानं तत्वसम्मिलनं ध्रुवम्
भव त्वं तरलस्रोतः एक लक्ष्यगतं सदा ।

योगमार्गे शरीरं तु उडुपं हि महार्णवे
अनादृतं वपुः नित्यं, यदा ज्ञानं प्रकाशते ।

नियमितमिदं विश्वं सत्यमेव न संशयः
अज्ञान चालितो जीवो न तथा मन्यते कदा ।

अन्धकारं परित्यज्यालोकं यदि तु कांक्षति,
कुरुप्रेम शिखादीप्तं हृदयं देवमन्दिरम् ।

शून्ये यस्य सदा वासः सः सन्यासी न चापरः,
सर्वत्यागं विना कोऽपि न सन्यासी महीतले ।

शान्तिं प्रार्थयते लोकः, न च चिन्तयति हृदि,
विभुपदं शान्तिमूलं धनात् शान्तिर्न प्राप्यते ।

परदोष विचारो हि न कर्तव्यः कदाचन,
मनस्तु मलिनं भूत्वा पापात् पापे निमज्जति ।

एकमेवाद्वितीयं हि सत्यं च भणितं सदा,
एकस्य बहुरूपाणि बहोरेकत्वमेव च ।

हिन्दुः वा यवनो वा तु, शाक्तः वा वैष्णवो यदि,
एकत्वं वर्तते तेषु, न ते भिन्नाः कदाचन ।

गन्तव्य स्थानमेकं हि पन्थानः बहवः सदा,
भिन्नानि तु विधानानि एकलक्ष्ये स्थिराणि हि ।

विराजितो हि सर्वत्र सर्वगतो महेश्वरः,
भ्रान्ति विचलितो जीवो दूरगत इति मन्यते ।

शुद्धभावमनुसृत्य स्वपथे वर्तते यदि,
लक्ष्यं प्राणमयं भूत्वा ज्ञानमयं करोति हि ।

ईश्वरासक्तिवर्धनाद् वासना क्षीयते ध्रुवम्,
त्यागो हि वर्तते यत्र लाभस्तत्र न संशयः ।

● ● ●

(३८)

पूर्णज्ञानमयी माता न च द्वेष्टि न कांक्षति,
निर्मला सा महादेवी गुणातीता सुरेश्वरी ।
योगयुक्ता सदाशुद्धा आत्मज्ञान विभूषिता,
सर्वभूतात्मभूता सा कुर्वन्त्यप्यनाप्लुता ।
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति सा,
निर्लिप्ता सा हि संसारे पद्मपत्रे जलं यथा ।
कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि,
करोति कर्म सा देवा जीवस्य मंगलाय हि ।

आत्मज्ञान प्रभावेन अज्ञानं तु विनश्यं सा,
आदित्य इव माता मे राजते सुप्रकाशिता।
निष्ठा परायणा हि सा, बुद्धि र्ब्रह्मानुवर्तिनी,
ज्ञानज्योति विकाशिनी भाति सा दीप्तिमण्डिता।
इह तया जितः सर्गः, साम्ये मनः स्थितं सदा,
निर्दोषं हि समं ब्रह्म, तस्मात् ब्रह्मणि सा स्थिता।
न सा हृष्टा प्रियं प्राप्य, नोद्विजते प्राप्य चाप्रियम्,
स्थिर बुद्धिः सदा हि सा ब्राह्मी ब्रह्मणि स्थिता।
नारीदेह धारिणी सा शक्नोतीहैव तु सोढुम्,
सर्वं देहोद्भवं वेगं सा युक्ता नन्दिता सदा।
सान्तः सुखान्तरारामा, चान्तर्ज्योति विभासिता,
ब्रह्म निर्वाण रूपिणी ब्रह्ममयी महामाया।
यतेन्द्रियमनोबुद्धिः नित्यं मोक्षपरायणा,
विगतेच्छा भयक्रोधा नित्य मुक्ता ज्ञेया सदा।
न कदापीन्द्रियार्थेषु न कर्मसु चानुषज्जते,
सर्वसंकल्प हीना सा योगारूढेति मन्यते।
परं तस्याः प्रशान्तायाः आत्मा सदा समाहितः
शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः।
ज्ञान विज्ञानतृप्तात्मा, कूटस्था, विजितेन्द्रिया,
युक्तेत्युच्यते देवी समलोष्ट्राश्म कांचनः।
तस्याः विनियतं चित्तमात्मन्येवात्र तिष्ठते,
निःस्पृहः सर्वं कामेभ्यो युक्तेति सदा मन्यते।
यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता,
योगिनी यतचित्ता सा महानन्दमयी शिवा।

सर्वभूतस्थितामातः सदा ब्रह्म परायणा,
सर्वथा वर्तमाना तु सा हि ब्रह्मणि वर्तते।
संदधे मातरं देवीं ब्रह्ममयीं सनातनीम्,
संदधे निर्मलां युक्तां ब्राह्मणीं ब्रह्मणि स्थिताम्।

❁ ❁ ❁

(३६)

सर्वमातृ समा देवी मंगलकारिणी शिवा,
इति मत्वा भजन्ते तां बुधाः भावसमन्विताः।
तच्चिताः तद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परम्;
कथयन्तश्च तां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं,
ददाति बुद्धियोगं तं येन ते उपयान्ति ताम्।
तेषामेवानुकम्पार्थमज्ञानजं तमः हि सा,
नाशयत्यात्म भावस्था ज्ञान दीपेन भास्वता।
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्ति सा खलु सारदा;
न हि तां बोधितुं शक्ताः मानवाः मोह चालिताः।
संतुष्यति सा सदायुक्तं शुद्धभक्तं विभूतिभिः,
याभिः माता विश्वमिदमावृत्य खलु तिष्ठति।
ब्रह्ममयी सा हि रमा सर्वभूताशयस्थिता,
भूतानामादि मध्यञ्च अन्तश्चापि सदा तु सा।
नारीरूपा महादेवी तिष्ठति सा समाहिता,
सर्वे देवाः सदा तस्यां सन्ति पूर्णं प्रकाशिताः।

पूर्णा नारायणी देवी मातानन्दमयी शिवा,
तिष्ठति सा धृत्वा खलु कृत्स्नमिदं जगत् सदा।
इह तस्याम् जगत् कृत्स्नं ध्रुवमेव विभासितम्,
द्रष्टुं शक्नोति धर्मात्मा सर्वं तस्यामभीप्सितम्।

❁ ❁ ❁

(४०)

प्रसीद प्रसीद त्वं मातर्दुर्गे,
देहि मां कृपाप्रार्थिनं विमलं तु ब्रह्म ज्ञानम्।
कुरु मां जीव भावमुक्तं शुद्धज्ञान विबोधितम्।
कृपां विना जीवदेहिनः नास्ति मे कोऽपि उपायः,
नाहं योगी, न साधको दीनो नन्वभाजनः।
सन्तानोऽहं कृपाप्रार्थी, भक्तः शिष्योऽहं निर्बलः,
त्रायस्व मां भगवति, देवि, नारायणि।
आगता त्वमार्त त्राणाय,
आर्तोऽहं,, तु शंकितोऽहं, कर्महीनः, क्रियाहीनः।
त्राहि मां दीनतारिणि, परित्राण परायणे,
आनन्दमयि, मे मातः, देहि मे चरणाश्रयम्।
गतिस्त्वमेकाभवानि, त्वमेका मे निर्मला माता,
त्वदर्चनाय भवतु सर्वाणि मे कर्माणि।
वचनमात्रमेव जपाय भवतु,

सर्वमंगुलि क्रियामात्रमेव मुद्राविरचनं भवतु।
भोजन पानमपि मे होमकर्म भवतु,
शयनं च मम साष्टांग प्रणामोऽस्तु।
कृपाप्रसादं देहि मे, दुर्गे देवि नमोऽस्तुते।

❁ ❁ ❁

(४१)

आत्मानं त्वं समर्पय, मूर्तरूपं विचिन्तयं,
तद्दर्शनं शरीरान्ते भगवत्प्राप्तिरेव हि।

Pages for all

'Thou Almighty mother, I bow to thee
What art thou, but a Mother from Heaven,
With a countenance bright with divine glow,
A smiling mother thou, all endearing.
That holds all religious Faiths as good
Without having any evil taint in them.
'The goal is the same, though paths do differ
Outwardly, but not intrinsically-
Each Faith, followed well, leads to the goal,
The Divine Mother has sharp Divine Look,
And she doth rightly analyse each group.
Differently built are we each on Earth,
So the mental views are all different,
Now, to soothe these different mental trends,
The faiths stand as widely different types,
But the terminating oneness unites
Our Divine Mother doth boldly assert—
"Hindus, Muslims, Christians and others
All do worship the same Deity Divine,
The names do differ, as also the modes."

Forms material are we, sent by God
to this world, material mayic all;
But pure chaitanya are we, all real;
Lying under, as divinely arranged,
For a final glorious end of life.
Two existences have we in each frame,
One, the outer, and the other, inner,
The outer doth play well the mayic games,
Not so the inner, which is all Divine,
And Holy to keep our eyes steadily
On to heaven and God, the creator.
Two powerful forces are we born with
To pass from the outer into inner;
They are mainly our Faith and Devotion.
When these two forces are some how awakened,
We begin to neglect the outer games,
Mayics all to lead us well to this world.
Faith and Devotion, the two Divine gifts
Our benignant God has endowed us with,
Thus so shake off our animality
And become true sons of our Great Father.
I pray to God and do bow down to Him
With prayers for each man's rise to Heaven.

———